



নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোং

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৭০ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণঃ www.jagrandaily.com

JAGARAN ■ 14 March, 2024 ■ আগরতলা ১৪ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ৩০ ফাল্গুন, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ অতি পাতা

লোকসভার পূর্ব আসনে

বিজেপি'র মনোনীত প্রার্থী কীর্তি সিং দেববর্মা



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ১। অনুযায়ী জনজাতি প্রার্থী হিসেবেই মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মা কে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কীর্তি সিং দেববর্মা রাজ পরিবারের সদস্য। পাশাপাশি তাঁর স্বামী ছত্রিশগড়ের দূরার এর বিধায়ক। তাই রাজনীতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সেই কারণে তাঁকেই প্রার্থী করা হয়েছে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের জন্য। উল্লেখ্য কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার ও ত্রিপুরা মখার মধ্যে ত্রিপ্রাঞ্চিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তারপরেই ত্রিপ্রা মখা বিজেপির দলীয় প্রতীকে লড়াই করবে বলে সম্মতি জানিয়েছে। তারপরেই সর্বভারতীয় সম্মতিক্রমে মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মা কে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

আসাম রাইফেলের অভিযানে তেইশ কেজি গাঁজা উদ্ধার



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ১। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে আসাম রাইফেল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ২৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে আসাম রাইফেলস। সাথে তিনজন নেশা কারবারীকে আটক করা হয়েছে। আসাম রাইফেল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গোপন সংবাদে গতকাল রাতে খবর আসে ধলাই জেলার

জলের সমস্যা : অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ১। পানীয় জলের সমস্যায় নাজেহাল এলাকাবাসী। দীর্ঘ দিন সমস্যার সমাধান না পেয়ে ফের পানীয় জলের দাবিতে আজ মাছমাড়া থেকে কাঞ্চনপুর যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করে পাবিয়াছড়া বিধানসভার লালজুড়ি ব্লকের জয়মনিপাড়া এলাকার প্রমীলা বাইনে। অবরোধের জেরে মানচিত্রাল বন্ধ হয়ে পড়ে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভিগছেন লালজুড়ি ব্লকের জয়মনিপাড়া এলাকাবাসী। একাধিকবার এ বিষয়ে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ অধিকারিকদের জানানো হলেও সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তাই আজ সকালে পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধে বাসেন তাঁরা।

চলতি অর্থ বছরে রাজ্যে রেগায় ৩.৬১ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে : গ্রামোন্নয়ন সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ১। এমজিএন রেগায় চলতি অর্থবছরে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৩.৬১ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। গড়ে ৬১.৫ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। গড় শ্রমদিবস সৃষ্টির নিরিখে ত্রিপুরা এখন পর্যন্ত সারাদেশের মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সাফল্য ও অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব ড. সন্দীপ আর রাঠোর এই তথ্য জানান। তিনি জানান, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এমজিএন রেগায় কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত ১০৬৫.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং রাজ্য সরকার ৭৫.১২ কোটি টাকা প্রদান করেছে। এরমধ্যে এখন পর্যন্ত ১০২১.৭৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। সচিব জানান, কেন্দ্রীয় সরকার আগামী অর্থবছরে রাজ্যের জন্য ৩ কোটি শ্রমদিবসের লেবার বাজেট অনুমোদন করেছে। সচিব জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) এখন পর্যন্ত রাজ্যের

জন্ম ৩.৭৭ লক্ষ পাকা ঘরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রাজ্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগের ফলে ২০২২ সাল থেকে ১.৭০ লক্ষ যোগ্য পরিবারকে পাকা ঘরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে দৈনিক গড়ে প্রায় ৫০০টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পে ২.৯১ লক্ষ ঘর তৈরী হয়েছে। এই সাফল্যের জন্য রাজ্য সরকারকে ভূয়সী প্রশংসা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)

রাজ্য সরকার ব্যয় করেছে প্রায় ৪ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। এই ব্যয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে গত আর্থিক বছর থেকে। সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের সাফল্যগুলি তুলে ধরে জানান, ১ মার্চ, ২০২৪ এ ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অধীনে থাকা কিল্লা মহিলা ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন রিসার্চ জন্য জি আই রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে। রাজ্যে প্রথমবারের মতো ভারত সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন মালয়ের ২৪তম সেন্ট্রাল লেভেল কো-আর্ডিনেশন কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তিনি জানান, রাজ্যে টিআরইউপিআই নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এরফলে এই প্রকল্পটি আমবাসা, দশদা এবং গঙ্গানগর ব্লকে চালু করা হয়েছে। ৪ হাজার অতি দরিদ্র পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। এরজন্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়

ভাটুয়ালে পিএম সূর্য জাতীয় পোর্টালের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী

মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নিরলস কাজ করছে সরকার : মুখ্যমন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ১। গরীব অংশের মানুষের অধিকারের টাকা এখন সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে চলে যায়। এজন্য কোনও কমিশন বা সুপারিশের প্রয়োজন পড়ে না। দেশের সব অংশের মানুষের উন্নয়ন না হলে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিকশিত রাষ্ট্র বানানোর যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তাতে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। আজ বিকেলে পিএম-সূর্য জাতীয় পোর্টালের সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একথা বলেন। আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ভাটুয়ালে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ২০১৪ সালে কেন্দ্রের বর্তমান সরকার সবক'র সাথে সবক'র বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করে। যাদের বিশ্বাস সমস্ত কিছুই উপর থেকে চলে গিয়েছিল তাদের কাছেই এই সরকার সবচেয়ে আগে গিয়ে পৌঁছায়। ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা পয়সা চিকিৎসা করার যে সুযোগ

দেওয়া হয়েছে তাতে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছেন দলিত ও আদিবাসীগণ। দলিত, পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের কাছে এখন পাকা আবাস, পাকা শৌচালয় রয়েছে। উজ্জ্বলা গ্যাস যোজনার মাধ্যমে তাদের কাছে বিনামূল্যে গ্যাসের সংযোগ পৌঁছে গেছে। মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে পিএম-সূর্য জাতীয় পোর্টালের সূচনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ফকির (ডা.) মানিক সাহা বলেন, সমাজের সব অংশের মানুষের উন্নতি না হলে কোনও রাজ্য এগিয়ে যেতে পারে না। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে রাজ্যের বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী যে

ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ মার্চ ১। উত্তর জেলার বাগবাসা থানা এলাকায় ১২ বছরের নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত পুলিশের জালে। বর্তমানে সে পুলিশের হেপাজতে রয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। প্রসঙ্গত, গত সোমবার একটি গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে ওই নাবালিকা পাশের বাড়িতে রাত্রি যাপন করে। রাত আনুমানিক দুইটা নাগাদ তাতন বাগতি পেরঙ্গত, গত সোমবার একটি গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে ওই নাবালিকা পাশের বাড়িতে রাত্রি যাপন করে। রাত আনুমানিক দুইটা নাগাদ তাতন বাগতি পেরঙ্গত, গত সোমবার একটি গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে ওই নাবালিকা পাশের বাড়িতে রাত্রি যাপন করে। রাত আনুমানিক দুইটা নাগাদ তাতন বাগতি পেরঙ্গত, গত সোমবার একটি গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে ওই নাবালিকা পাশের বাড়িতে রাত্রি যাপন করে।

বোমা ফেটে আহত ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ মার্চ ১। বিশ্বেশ্বরগঞ্জ গুরুতর আহত এক ছাত্র ওই ঘটনায় উদয়পুর সাউথ নিতেই বিশ্বেশ্বরগঞ্জ ঘটে। বোমা চন্দ্রপুর এলাকায় তীর আতঙ্ক

যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ১। রাজধানীর বটতলা এলাকায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রাথমিক ধারণা, অতিরিক্ত নেশা সেবনের ফলে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। কারণ, মৃতদেহের পাশ থেকে ড্রাগনের কৌটা ও সিরিজ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মৃতের পরিচয় পাওয়া যায় নি। জানা গিয়েছে, আজ সকালে প্রত্যক্ষদর্শীরা রাজধানীর বটতলা এলাকায় এক যুবকের মৃতদেহ দেখতে পেয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মৃতের পরিচয় পাওয়া যায় নি। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রাথমিক ধারণা, অতিরিক্ত নেশা সেবনের ফলে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। কারণ, মৃতদেহের পাশ থেকে ড্রাগনের কৌটা ও সিরিজ উদ্ধার হয়েছে।

ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজে ৮টি নতুন পরিষেবার সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ১। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ যাতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটি ভাল স্থান দখল করতে পারে সেদিকে সরকারের নজর রয়েছে। আজ হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এবং ড. বি. আর আশেদর চিচিং হসপিটালে ৮টি নতুন পরিষেবার সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী ফকির ডা. মানিক সাহা একথা বলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী এই কলেজের প্রতিষ্ঠার লগ্নের ইতিহাস তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের রাজ্য বাজেটেও স্বাস্থ্যক্ষেত্র সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে অধিক আর্থিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আগামী দিনে যাতে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে একটি ট্রমা কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা যায় সেদিকে পরিচালন কর্তৃপক্ষকে নজর দিতে মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রাজ্যে এটি ট্রমা কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, নতুন চালু হওয়া মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সুযোগ যাতে

বেকারদের স্বাবলম্বী করতে চায় সরকার : সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ ১। ত্রিপুরার বেকারদের স্বাবলম্বী করে তুলতে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। মোহনপুর বাজারে ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৪ টি স্টল বিশিষ্ট দ্বিতল মার্কেট স্টল কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ভূমি পূজনে খোদে একথা বলেন সচিব এবং শ্রম ও জন সংস্করণ দপ্তরের সচিব সুশান্ত চৌধুরী। এদিন তিনি বলেন, বেকারদের স্বাবলম্বী করে তোলা এবং ব্যবসায়ীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে জিরানীয়া মহকুমার মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মোহনপুর বাজারে এই নতুন অত্যাধুনিক মার্কেট স্টল নির্মাণ করা হচ্ছে। যাতে ব্যবসায়ীরা সুন্দর ভাবে ব্যবসা করতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরি করা হবে স্টলগুলি। বৃথকার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই স্টলের জন্য ভূমি পূজন ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

উৎসবের ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা চার জোড়া হোলি স্পেশাল ট্রেন



মালিগাঁও, ১৩ মার্চ, ২০২৪: হোলি উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল দ্বারা চার জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি ডিব্রুগড়-গোরখপুর, নিউ জলপাইগুড়ি-গোরখপুর, নিউ জলপাইগুড়ি-আসানসোল ও কাটিহার-রাঁচি রেলের মধ্যে চালানো হবে। প্রত্যেকটি ট্রেন ০২টি ভাঙে ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৫৭৬৪ (নিউ জলপাইগুড়ি-আসানসোল) নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ২২ ও ২৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখ, শুক্রবার ২১.৪৫ ঘটায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১০.২৫ ঘটায় আসানসোল

পৌঁছেবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৭৬৩ (আসানসোল-নিউ জলপাইগুড়ি) আসানসোল স্টেশন থেকে ২৩ ও ৩০ মার্চ, ২০২৪ তারিখ, শনিবার ১৩.০০ ঘটায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০২.৩০ ঘটায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছেবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৭৬২ (কাটিহার-রাঁচি) কাটিহার স্টেশন থেকে ২১ ও ২৮ মার্চ, ২০২৪ তারিখ, বৃহস্পতিবার ২২.৩০ ঘটায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১১.৪৫ ঘটায় রাঁচি পৌঁছেবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৭৬১ (রাঁচি-কাটিহার) রাঁচি স্টেশন থেকে ২২ ও ২৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখ, শুক্রবার ২০.৩০ ঘটায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১১.০০ ঘটায় কাটিহার পৌঁছেবে।

ট্রেন নং. ০৫৯৭৮ (ডিব্রুগড়-গোরখপুর) ডিব্রুগড় স্টেশন থেকে ২১ ও ২৮ মার্চ, ২০২৪ তারিখ, বৃহস্পতিবার ১৯.২৫ ঘটায় রওনা দিয়ে শনিবার ০৬.২৫ ঘটায় গোরখপুর পৌঁছেবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৯৭৭ (গোরখপুর-ডিব্রুগড়) গোরখপুর স্টেশন থেকে ২৬ মার্চ ও ২ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখ, মঙ্গলবার ১০.৪৫ ঘটায় রওনা দিয়ে রবিবার ০৫.০০ ঘটায় উল্লাহ এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা শুরু করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

গোরখপুর পৌঁছেবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৫৭৭৭ (গোরখপুর-নিউ জলপাইগুড়ি) গোরখপুর স্টেশন থেকে ২৩ মার্চ ও ৩০ মার্চ, ২০২৪ তারিখ, শনিবার ১০.৪৫ ঘটায় রওনা দিয়ে রবিবার ০৫.০০ ঘটায় উল্লাহ এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা শুরু করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

দাসপুরে ধূপকাঠির কারখানায় ভয়াবহ আগুন

দাসপুর, ১৩ মার্চ (হি.স.): পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের রসিকগঞ্জে ধূপকাঠির কারখানায় ভয়াবহ আগুন। মঙ্গলবার রাত দুটো নাগাদ আগুন লাগে। দাঁড়াই করে জ্বলবে যা গোটাকারখানা। আগুনের কালো ধোঁয়া গ্রাস করে পুরো এলাকা। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে দমকলের ছটি ইঞ্জিনও ব্যর্থ হয় আগুন নেভাতে। এরপর পাম্প দিয়ে পুকুরের জল তুলে আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়। কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। জানা গেছে, কারখানার মালিক দাসপুরের বাসিন্দা রাজকুমার দাস। বৃহৎ এলাকা জুড়ে কারখানাটি গড়ে উঠেছে। এই ফ্যাক্টরিতে প্রতিদিন প্রায় দেড় থেকে দু'হাজার মানুষ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। মঙ্গলবার রাত দুটো নাগাদ আগুন লাগে ওই কারখানায়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে প্রথমে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। কিন্তু আগুন নেভাতে ব্যর্থ হয় তারা। যদিও, স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, খবর দেওয়ার অনেকক্ষণ পরই দমকল এলাকায় প্রবেশ করেছে। এরপর আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসায় পরে সেখানে আসে আরও চারটি ইঞ্জিন। মোট ছটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। সেই রাত দুটো থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত অবধি আগুন নেভেনি বলেই খবর। ইতিমধ্যেই নিয়ে আসা হয়েছে পাঁচটি পাম্প। এদিকে গোটা কারখানা পুড়ে যেতেই কার্যত কারখানা ভেঙে পড়েছেন সেখানে কর্মরত মানুষজন।

বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফে বিস্ফোরণ মামলার সন্দেহভাজন আটক

বেঙ্গালুরু, ১৩ মার্চ (হি.স.): বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফে বিস্ফোরণের ঘটনায় সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বুধবার সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে আটক করেছে। ধৃতের নাম, শাব্বির। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক বেঙ্গালুরু জেলা থেকে শাব্বিরকে আটক করেছে। বর্তমানে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত পয়লা মার্চ বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণ ঘটে। তাতে কমপক্ষে ১০ জন ব্যক্তি আহত হয়েছিলেন।

সেই দিন বেশি দূরে নয়, যখন ভারত বাণিজ্যিকভাবে সেমিকন্ডাক্টর চিপ তৈরি করবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.): সেই দিন বেশি দূরে নয়, যখন ভারত বাণিজ্যিকভাবে সেমিকন্ডাক্টর চিপ তৈরি করবে। বুধবার আশা ব্যক্ত করে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ভারত শীঘ্রই সেমিকন্ডাক্টর এবং সেই সম্পর্কিত পণ্যগুলির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করবে এবং প্রযুক্তি, পারমাণবিক এবং ডিজিটাল স্থানগুলির মতো এই ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক শক্তি হয়ে উঠবে।' বুধবার

দেশে তিনটি নতুন সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, বর্তমান সিদ্ধান্ত এবং নীতি ভবিষ্যতে আমাদের একটি কৌশলগত সুবিধা প্রদান করবে।' মোদী বলেছেন, 'আমরা একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতে লিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইতিহাস তৈরি করছি। আমরা ভারতে ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের

জন্ম তিনটি বড় প্রকল্পের উদ্বোধন করেছি। এই প্রকল্পগুলি ভারতকে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের একটি বৈশ্বিক হাব হতে সাহায্য করবে।' প্রসঙ্গত, ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম বাড়াবার প্রয়াসে, গুজরাটের সানন্দে নির্মাণাধীন চিপ প্ল্যান্ট ছাড়াও তিনটি নতুন চিপ প্ল্যান্ট- দু'টি গুজরাটে এবং একটি অন্যমুখে স্থাপন করা হচ্ছে। টাটা গ্রুপ এই তিনটি নতুন প্ল্যান্টের মধ্যে দু'টি স্থাপন করছে।

একবিংশ শতাব্দী প্রযুক্তি চালিত, ইলেকট্রনিক চিপ ছাড়া কল্পনাই করা যায় না : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.): একবিংশ শতাব্দী প্রযুক্তি চালিত, ইলেকট্রনিক চিপ ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, 'মোড ইন ইন্ডিয়া' এবং 'ডিজিটাল ইন ইন্ডিয়া' চিপ ভারতকে নতুন মাইলফলক অর্জন করতে সাহায্য করবে। বিভিন্ন কারণে, প্রথম এবং দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের সময় ভারত পিছিয়ে ছিল... যাইহোক, ভারত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রি

৪.০-কে অগ্রগামী করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার 'ইন্ডিয়াস টেকভে': চিপ ফর বিকশিত ভারত'-এ অংশগ্রহণ করেন এবং প্রায় ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকার তিনটি সেমিকন্ডাক্টর সুবিধার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এখন দেশের যুবসমাজ দেখছে ভারত কীভাবে অগ্রগতির জন্ম, স্বনির্ভরতার জন্ম এবং বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে নিজস্ব উপস্থিতির জন্ম সর্বাঙ্গিকভাবে কাজ

করছে। এই প্রচেষ্টাগুলি তাঁদের আত্মবিশ্বাসও বাড়াবে এবং একজন আত্মবিশ্বাসী যুবক যেকোনো খাঁড়ক না কেন সে নিজের দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'চিপ উৎপাদন শুধুমাত্র একটি শিল্পই নয়, এটি উন্নয়নের দ্বার উন্মুক্ত করে, যা অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। এই সেক্টরটি কেবল ভারতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে যাচ্ছে না, তবে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ক্ষেত্রেও বিশাল অগ্রগতি হতে চলেছে।'

সিএ প্রসঙ্গে মুখ খোলায় মমতা ও কেজরিওয়ালকে তোপ বিজেপির, নিন্দায় সরব রবিশঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.): সিএ প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিএ কার্যক্রমের সমালোচনা করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। সিএ প্রসঙ্গে মুখ খোলায় মমতা ও কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। আক্রমণ করে বুধবার রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সাম্প্রদায়িক রঙ দেওয়ার চেষ্টা করছেন, আমরা তার কঠোর নিন্দা জানাই। ভোটব্যবস্থার রাজনীতির জন্য তাঁরা আর কতটা নীচে নামতে প্রস্তুত? দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেও আক্রমণ করেছেন রবিশঙ্কর প্রসাদ। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'সিএ কোনও ভারতীয়কে তাঁদের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করবে না। সিএ শুধুমাত্র তাঁদের নাগরিকত্ব প্রদান

করে যারা আত্মতার ভিত্তিতে নির্যাতিত হন। যারা সিএ-র নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছেন, তাঁদের বলছি এবার থামুন। মিথ্যা বলা বন্ধ করুন। আমি দক্ষিণ ভারতের দলগুলিকে, বিশেষ করে কেবল এবং তামিলনাড়ু থেকে, যুগ্ম ছড়ানো বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করছি।

গিরিডি, ১৩ মার্চ (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলায় একটি গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গিরিডির জামতারী গাভ রোডে বুধবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এই দুর্ঘটনার পর থেকেই গ্রামবাসীরা বাঘরা বাগিরি কাছে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তার ফলে কয়েক ঘণ্টা ধরে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরে পুলিশের আশ্বাসে গ্রামবাসীরা অবরোধ তুলে নেন।

মুন্ডের নাম, মইন আনসারি গুরুফে লাটো (২৭)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক বিমান থেকে একটি ডিজিটারি গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই মইন নামক যুবকের মৃত্যু হয়। মামলা রুজু করে পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

করবে যারা আত্মতার ভিত্তিতে নির্যাতিত হন। যারা সিএ-র নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছেন, তাঁদের বলছি এবার থামুন। মিথ্যা বলা বন্ধ করুন। আমি দক্ষিণ ভারতের দলগুলিকে, বিশেষ করে কেবল এবং তামিলনাড়ু থেকে, যুগ্ম ছড়ানো বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করছি।

ক্যান্সারের জাল ওষুধের কারবারে গ্রেফতার বেড়ে ৮

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.): ক্যান্সারের মতো মারণ রোগের জাল ওষুধ বিক্রির অভিযোগে আরও একজনকে গ্রেফতার করলো দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। এই নিয়ে মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ক্যান্সারের নকল ওষুধ বিক্রির ঘটনায়। বুধবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের বিশেষ পুলিশ কমিশনার শালিনী সিং জানিয়েছেন, পুলিশের তদন্তকারী দল বিহারের মুজফ্ফরপুরে অভিযান চালিয়ে আরও একজনকে গ্রেফতার করেছে। সেখানে তার একটি ওষুধের দোকান আছে। নকল ওষুধগুলি দিল্লির দোকান থেকে আসার পর সে মুজফ্ফরপুরের দোকানে বিক্রি করতে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে।

নারী ন্যায় গ্যারান্টির ঘোষণা খাড়গের, মহিলাদের ক্ষমতায়নে জোর কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): "নারী ন্যায় গ্যারান্টি"-র ঘোষণা করল কংগ্রেস। মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশেষ জোর দেওয়ার কথা জানানলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বুধবার খাড়গে ঘোষণা করেছেন, 'কংগ্রেস "নারী ন্যায় গ্যারান্টি" ঘোষণা করছে। এই গ্যারান্টির অধীনে দেশে নারীদের জন্য নতুন এজেন্ডা নির্ধারণ করতে চলেছে কংগ্রেস। "নারী ন্যায় গ্যারান্টি"-এর আওতায় কংগ্রেস এটি ঘোষণা করছে। প্রথমত, মহালক্ষ্মী গ্যারান্টি - এর অধীনে, প্রতিটি দরিদ্র পরিবার থেকে একজন মহিলাকে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, আদি আবাদি পুরো হক - এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের স্তরে নতুন নিয়োগের অর্ধেকের উপরে মহিলাদের অধিকার থাকবে।' কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও জানান, 'তৃতীয়ত, শক্তির কা সন্ধান - এর অধীনে অঙ্গনওয়াড়ি, আশা এবং মিডডে মিল কর্মীদের মাসিক আয়

কেন্দ্রীয় সরকারের অবদান দিগুণ করা হবে। চতুর্থত, অধিকার মন্ত্রী - এর অধীনে মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে এবং তাদের সাহায্য করার জন্য প্রতিটি পঞ্চায়েতে একজন গ্যারান্টিগার নিয়োগ করা হবে। পঞ্চমত, 'সাবিভাবী হু লে হোস্টেল' - ভারত সরকার জেলা সদের কর্মজীবী মহিলাদের জন্য অন্তত একটি হোস্টেল তৈরি করবে। সারা দেশে এই হোস্টেলের সংখ্যা দিগুণ করা হবে।'

মন্ত্রী-সকলেই ফোন করে প্রসূ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। 'স্বপনবাবু বলেন, "২০১৯ সাল থেকে চেয়েছিলাম উনি যেন হাওড়ায় প্রার্থী না হয়। অন্য যে কেউ হতে পারেন। ওইখানে তো অনেক ভাল ভাল মানুষ রয়েছেন। জনসংযোগ বিহীন সাংসদ না হওয়াই পার্টির পক্ষে ভাল। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস দলটা করি তো তাই টিকিট পেয়েছেন।" তাঁর আরও অভিযোগ, 'প্রসূগবাবু'র সঙ্গে হাওড়ার সাধারণ মানুষের সংযোগ নেই। এই নিয়ে প্রায়শই নাকি তাকে অভিযোগ ভনতে হয়। সাধারণ মানুষ থেকে

টিকিট না পেয়ে নির্দল হয়ে লড়বেন মমতার ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ মার্চ (হি.স.): টিকিট না পেয়ে ফের বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুফে বাবুন। খাড়গা থেকে তিনি নির্দল উনি যেন হাওড়ায় প্রার্থী না হয়। অন্য যে কেউ হতে পারেন। ওইখানে তো অনেক ভাল ভাল মানুষ রয়েছেন। জনসংযোগ বিহীন সাংসদ না হওয়াই পার্টির পক্ষে ভাল। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস দলটা করি তো তাই টিকিট পেয়েছেন।" তাঁর আরও অভিযোগ, 'প্রসূগবাবু'র সঙ্গে হাওড়ার সাধারণ মানুষের সংযোগ নেই। এই নিয়ে প্রায়শই নাকি তাকে অভিযোগ ভনতে হয়। সাধারণ মানুষ থেকে

মন্ত্রী-সকলেই ফোন করে প্রসূ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। 'স্বপনবাবু বলেন, "২০১৯ সাল থেকে চেয়েছিলাম উনি যেন হাওড়ায় প্রার্থী না হয়। অন্য যে কেউ হতে পারেন। ওইখানে তো অনেক ভাল ভাল মানুষ রয়েছেন। জনসংযোগ বিহীন সাংসদ না হওয়াই পার্টির পক্ষে ভাল। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস দলটা করি তো তাই টিকিট পেয়েছেন।" তাঁর আরও অভিযোগ, 'প্রসূগবাবু'র সঙ্গে হাওড়ার সাধারণ মানুষের সংযোগ নেই। এই নিয়ে প্রায়শই নাকি তাকে অভিযোগ ভনতে হয়। সাধারণ মানুষ থেকে

আমার সম্পর্ক ভাল। অরুণ রায়, প্রিয়া পাল, কোলাস মিশ্র অনেকেই আমায় অভিযোগ করেছেন।" প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে কাশ্মীরে ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্টিট ছেড়ে হাওড়ার শিবপুরের ভোটার তালিকায় নাম তোলেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময়ই কার্যত তিনি জানিয়েছিলেন, হাওড়াবাসীর পাশে তিনি থাকতে চান। দল প্রার্থী করলে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কর্মসূচিকে সামনে রেখে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু এবারও তা না হওয়ায় অভিমানী স্বপনবাবু নির্দল হয়ে লড়াবার সিদ্ধান্ত নেন।

কাশ্মীরের অধিকাংশ স্থানেই পারদ-পতন, উপত্যকায় ফের বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস

শ্রীনগর, ১৩ মার্চ (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকার নানা স্থানে ফের নামল সস্তাবনার পারদ। এমতাবস্থায় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৫-২০ মার্চের মধ্যে বেশির ভাগেই উঠবে জন্ম ও কাশ্মীরের পারদ। কাশ্মীরের সর্বত্রই আগের

শ্রীনগর, ১৩ মার্চ (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকার নানা স্থানে ফের নামল সস্তাবনার পারদ। এমতাবস্থায় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৫-২০ মার্চের মধ্যে বেশির ভাগেই উঠবে জন্ম ও কাশ্মীরের পারদ। কাশ্মীরের সর্বত্রই আগের

মধ্যে জন্ম ও কাশ্মীরের নানা অংশে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৫-২০ মার্চের মধ্যে বেশির ভাগেই উঠবে জন্ম ও কাশ্মীরের পারদ। কাশ্মীরের সর্বত্রই আগের

রাজস্থানে ভাল ফল করবে কংগ্রেস : বৈভব গেহলট

জয়পুর, ১৩ মার্চ (হি.স.): আসম লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের খেঁচ রাজস্থানের ঝাড়পুরের আসনের টিকিট পেয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলটের পুত্র বৈভব গেহলট। নির্বাচনী প্রচারণে বৈভব বৈভব বলেন, 'আমি মনে করি রাজস্থানের ২৫টি আসনে কংগ্রেসের ভালো ফল হবে। ঝাড়পুরের উন্নয়ন গিয়ে তিনি আরও বলেন, 'আমি নির্বাচনী এলাকা পরিদর্শন করছি। সেখানে জনসাধারণ এবং কর্মীদের কাছ থেকে যে প্রতিক্রিয়া পেয়েছি তাতে বুঝতে পারছি, ১৫ বছর ধরে এখানে বিজেপি সাংসদ থাকার সত্ত্বেও কেন্দ্রের প্রকল্পগুলি থেকেও এই এলাকার উন্নয়ন হয়নি।" প্রসঙ্গত, গত নির্বাচনে যোধপুর থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন বৈভব। কিন্তু পরাজয় হন তিনি। উল্লেখ্য, কংগ্রেস এবারের তিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছেলেকে টিকিট দিয়েছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ এনেছে বিজেপি। রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের ছেলে বৈভব গেহলটকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ছিদ্রওয়াদা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে নকুলনাথকে টিকিট দিয়েছে কংগ্রেস। আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের ছেলে গৌরব গগৈকেও এবারে টিকিট দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসের তরফে।

শ্রীনগর, ১৩ মার্চ (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকার নানা স্থানে ফের নামল সস্তাবনার পারদ। এমতাবস্থায় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৫-২০ মার্চের মধ্যে বেশির ভাগেই উঠবে জন্ম ও কাশ্মীরের পারদ। কাশ্মীরের সর্বত্রই আগের

মধ্যে জন্ম ও কাশ্মীরের নানা অংশে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৫-২০ মার্চের মধ্যে বেশির ভাগেই উঠবে জন্ম ও কাশ্মীরের পারদ। কাশ্মীরের সর্বত্রই আগের

মহারাজ্বে বড় ধাক্কা খেল কংগ্রেস, হাত ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী পদ্মকর ভালভি

মুহই, ১৩ মার্চ (হি.স.): প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা পদ্মকর ভালভি বুধবার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগদান করেছেন। বুধবার হাত ছেড়ে বিজেপির যোগদান করেছেন বর্ধমান এই নেতা, ভালভি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার লোকসভা নির্বাচনের আগে মহারাষ্ট্রে বড় সড় ধাক্কা খেল

কংগ্রেস। গত ১২ মার্চ ভালভি রাজ্য বিজেপি সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলের সঙ্গে দেখা করেন। তারপরই তিনি বুধবার মুহইয়ে ভালভিপিতে যোগদান করেন। ভালভিকে এদিন বিজেপিতে স্বাগত জানান রাজ্য বিজেপি সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুল ও দলীয় নেতা অশোক চাভান। পদ্মকর ভালভি নন্দুরবারের শাহদা

আসনের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন। নন্দুরবার জেলার একজন জনপ্রিয় মুখ হিসেবে পরিচিত কংগ্রেসের এই নেতা। রাষ্ট্র গণাধী ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা যখন মঙ্গলবার নন্দুরবার পৌঁছই তখনই ভালভির বিজেপিতে যোগদানের বিষয়টি নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে যায়। তারপরই তিনি এদিন বিজেপিতে যোগদান করেন।

দীর্ঘ ১৪ বছরের খরা কাটিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে আর্সেনাল

লন্ডন, ১৩ মার্চ (হি.স.): দীর্ঘ ১৪ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠল আর্সেনাল। টাইব্রেকারে জয়ের নায়ক গোলকিপার দাভিদ রায়। এই মুহূর্তে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দূর্দান্ত ফর্মে রয়েছে আর্সেনাল। সর্বশেষ ৮টি ম্যাচ টানা জিতে পয়েন্ট তালিকার তীরা রয়েছে শীর্ষে। ইউরোপ তীরা মঞ্চ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ যোগাযোগ প্রথম লেগে পোর্টোর কাছে তীরা হারায়। ১-০ গোলে তাদের মাঠে গিয়ে। খরের মাঠে মঙ্গলবার রাতে দ্বিতীয় লেগের প্রথমফর্ম তীরা সেই গোল শোধ করে দেয়। এরপর আর

গোল দিতে পারেনি। দুই লেগ মিলিয়ে ১-১ গোলে শেষ হওয়া ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারে আর্সেনালের নায়ক রায়। দুটি শট ঠেকিয়ে তিনি নায়ক হয়ে যান। টাইব্রেকারে ৪-২ গোলের জয়ে শেষ আটে পৌঁছে

যায় আর্সেনাল। ২০১০ সালেই পোর্টোকে হারিয়েই এই স্বাদ পেয়েছিল আর্সেনাল। এরপর টানা ৭ মরসুমে শেষে পোর্টোতে উঠতে পারেনি তীরা। এরপর ৬ মরসুম এই আসরে তো খোলাই পারেনি আর্সেনাল। দীর্ঘ ১৪ বছর পর কেটে গেল খরা।

মুদু তীরতীর ডুমিকম্প আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, কুপাঙ্ক ৪.২ পোর্ট ব্লোর, ১৩ মার্চ (হি.স.): আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ৪.২ মাত্রার ডুমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি এই কম্পনের বিষয়টি জানিয়েছে। মঙ্গলবার রাতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ডুমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.২। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়। ডুমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৬৭ কিলোমিটার গভীরতায়। এই কম্পনের অক্ষাংশ ছিল ১০.০৬ এবং দ্রাঘিমাংশ ছিল ৯।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

বাসি মাংস দিয়ে নতুন কী কী পদ বানাতে পারেন?



বাসি খাবার যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। কিন্তু না চাইতেও অনেক সময়ে খাবার বেঁচে যায়। ইদানীং ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে আবার পরিমাণে কম খান অনেকে। ফলে বাড়িতে যা রান্না হয়, অনেক সময় তা অধিকাংশই বেঁচে যায়। বাসি খাবার শরীরের জন্য স্বাস্থ্যকর নয় ঠিকই, তবে আগের রাত্রে রান্না করা মাংস যদি বেঁচে যায়, তা হলে ফেলে না দিয়ে বরং বানিয়ে নিতে পারেন নতুন কোনও পদ। বাসি মাংস দিয়ে নতুন কী কী পদ বানাতে পারেন?

চিকেন স্যুপটি চিকেন কুচি, রসুন, সবুজ লক্ষা আর মাংস ছিড়ে ছিড়ে দিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। তার পর সেদ্ধ করা মুড়ল দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি সুস্বাদু জলখাবার।

চিকেনের এই পুর ভরে দিন। পাতলা করে কেটে শশা, টোম্যাটোও দিতে পারেন। চাইলে চিড় দিতে পারেন। তবে না দিলেও অসুবিধা নেই। এমনিই ভাল লাগবে। চিকেন পরোটা আগের রাতের বাসি চিকেন দিয়েই সকালের সুস্বাদু জলখাবার হতে পারে। মাংসের টুকরোগুলি ছিড়ে ময়দার সঙ্গে মেখে নিন। চাইলে ময়দা মাখার সময়ে জোয়ান ছিটিয়ে দিতে পারেন। খাওয়ার সময়ে মুখে পড়লে ভাল লাগবে। গোল করে বেলে ভেজে নিন। আচারের সঙ্গে বেশ খেতে লাগবে। চিকেন মুড়লস একধেয়ে স্বাদের মুড়লসের বদলে চিকেন দিয়ে একটু অন্য রকম কিছু বানিয়ে নিতে পারেন।

পেঁয়াজ কুচি, রসুন, সবুজ লক্ষা আর মাংস ছিড়ে ছিড়ে দিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। তার পর সেদ্ধ করা মুড়ল দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি সুস্বাদু জলখাবার। চিকেন গোলাও গোবিন্দভোগ চাল, দারচিনি, লবঙ্গ, কাজু-কিশমিশ কমবেশি সকলের হেঁশেলেই থাকে। বেঁচে যাওয়া মাংস দিয়ে চটজলদি বানিয়ে নিতে পারেন গোলাও। একটু ঘি ছড়িয়ে দিলেই অনবদ্য স্বাদ হবে। চিকেন রোল বর্ষায় মোগলাই, রোল খেতে মন চায়। তবে সেকান থেকে ক্রিনে খাওয়ার চেয়ে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন। বাসি মাংস ফেলে না দিয়ে তা দিয়েই সুস্বাদু রোল বানিয়ে নিন। শিশুকে চিকিৎসনে দিতে পারেন। খুশি হবে।

ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি

রোজের খাবারে ডাল না থাকলে মুখ ভার হয়ে যায় অনেকের। কেউ কেউ খাবারের গুরু পাতে ডাল খেলেও অনেকেই আবার ডাল খান একেবারে শেষপাতে। তবে রোজকার পাতলা ডাল-ভাতের বদলে যদি বানানো যায় ডালের চচ্চড়ি, তা হলে কেমন হয়? চচ্চড়ি তো সজির বা মাছের হয় বলে শুনেছেন। কিন্তু ডালের চচ্চড়ি, সে আবার হয় নাকি!

আলবাত হয়। আর ডালের সঙ্গে যদি ঘটে চিংড়ির মেলবন্ধন, তা হলে তো কথাই নেই। চটজলদি বানিয়ে ফেলুন ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি। ডালের এই রেসিপি কেবল ভাতের সঙ্গেই নয়, রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গেও জমবে ভালই। স্বাদ বদল করতে বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন এই সহজ পদ। সামান্য কয়েকটি উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলা যায় এই পদটি। উপকরণ: ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি। মুসুরির ডাল: ২৫০ গ্রাম কুচো চিংড়ি: ২০০ গ্রাম পেঁয়াজ কুচি: ৬ টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ টম্যাটো কুচি: ৬ টেবিল চামচ কাঁচা লক্ষা: ৪টি হলুদ গুঁড়ো: ১ চামচ

লক্ষা গুঁড়ো: ১ চামচ ধনে গুঁড়ো: ২ চামচ শুকনো লক্ষা: ২টি গোটা গরম মশলা: ৫ গ্রাম গরম মশলার গুঁড়ো: ১ চা চামচ সর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ নুন-চিনি: স্বাদ মতো ঘি: ১ চামচ প্রণালী: কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে চিংড়িগুলি ভেজে তুলে নিন। সেই তেলেই গোটা গরমমশলা ও শুকনো লক্ষা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা লক্ষা ও টম্যাটো দিয়ে ভাল করে কথিয়ে নিন। মশলার কাঁচা গন্ধ চলে গেলে তাতে সব রকম গুঁড়ো মশলা দিয়ে আরও কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে ভেজে রাখা চিংড়িগুলি মিশিয়ে দিন। তার পর ভিজিয়ে রাখা ডাল দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। স্বাদ মতো নুন-চিনি দিন। এ বার সামান্য জল দিয়ে কড়াই ঢেকে দিন। মিনিট পনেরো পর ঢাকা খুলে দেখুন। ডাল ঘন হয়ে এলে গরম মশলা গুঁড়ো আর ঘি ছড়িয়ে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন। গরম ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন ডাল-চিংড়ির চচ্চড়ি।



আগের দিনের রেখে দেওয়া রুটি ফেলে না দিয়ে খেয়ে নেবেন কেন

মধ্যবিন্ত বাড়িতে একটা সময়ে সকালের জলখাবারে বাসি রুটি আর দুধ-চা খাওয়ার চল ছিল। কিন্তু এখন তো খাবার ধরনও বদলে গিয়েছে। তাই বাসি রুটির নাম শুনলে নাক কুঁচকে ফেলে তরুণ প্রজন্ম। কিন্তু জানেন কি, বাসি রুটি খেলে শরীরের ক্ষতি হওয়ার কোনও আশঙ্কা তো নেই-ই, বরং নিয়মিত বাসি রুটি খেলে ভাল থাকবে স্বাস্থ্য। এমনকি টাটকা রুটির চেয়েও বাসি রুটি অনেক বেশি উপকারী। বিশেষ করে বীরা দুধ-রুটি খেতে ভালবাসেন, তাঁরা অবশ্যই দুধ দিয়ে খান বাসি রুটি!



১) রুটচাপ এবং শর্করা নিয়ন্ত্রণে আপনার কি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে? এই সমস্যা এখন প্রায় প্রতিটি ঘরেই। দুধের সঙ্গে বাসি রুটি খেলে নিয়ন্ত্রণে থাকবে এই অসুখ। অন্য দিকে ডায়াবিটিসের জন্যও উপকারী বাসি রুটি। কারণ বাসি রুটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

২) পেটফাঁপার সমস্যায় বদহজম কিংবা পেটের সমস্যায় জেরবার? দুধ দিয়ে খান বাসি রুটি। কারণ বাসি রুটিতে থাকা ফাইবার হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এমনকি নিয়মিত

পাকা পেঁপে কেটে রাখলেই নষ্ট হয়ে যায়? দীর্ঘক্ষণ ভাল রাখবেন কোন উপায়ে?



পাকা পেঁপে কেটে রাখলেই নষ্ট হয়ে যায়? দীর্ঘক্ষণ ভাল রাখবেন কোন উপায়ে?

পাকা পেঁপে কেটে রাখলেই নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে পাকা পেঁপে খাওয়ার অভ্যাস সত্যিই ভীষণ কার্যকরী। অনেকেই অন্যান্য ফলের সঙ্গে চিকিৎসন পেঁপে নিয়ে যান। সকালে তাড়াতাড়ি এড়াতে রাতেরই ফল কেটে রাখেন। তবে সে ক্ষেত্রে পেঁপে দীর্ঘক্ষণ টাটকা রাখতে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলা জরুরি। ফ্রিজে রাখুন পেঁপে দীর্ঘক্ষণ টাটকা রাখতে হলে ফ্রিজে রাখতে পারেন। পেঁপেগুলি টিন্ডার পেপারে মুড়িয়ে কৌটোতে ভরে ফ্রিজে তুলে রাখুন। খাওয়ার অনেক ক্ষণ আগে বার করে নেবেন না। মিনিট দশেক আগে বাইরে রাখলেই হবে। তা হলে পেঁপে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় নেই। খবরের কাগজ জড়িয়ে রাখুন যতটুকু খাবেন সেটুকু কেটে নিয়ে

পাকা পেঁপে কেটে রাখলেই নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে পাকা পেঁপে খাওয়ার অভ্যাস সত্যিই ভীষণ কার্যকরী। অনেকেই অন্যান্য ফলের সঙ্গে চিকিৎসন পেঁপে নিয়ে যান। সকালে তাড়াতাড়ি এড়াতে রাতেরই ফল কেটে রাখেন। তবে সে ক্ষেত্রে পেঁপে দীর্ঘক্ষণ টাটকা রাখতে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলা জরুরি। ফ্রিজে রাখুন পেঁপে দীর্ঘক্ষণ টাটকা রাখতে হলে ফ্রিজে রাখতে পারেন। পেঁপেগুলি টিন্ডার পেপারে মুড়িয়ে কৌটোতে ভরে ফ্রিজে তুলে রাখুন। খাওয়ার অনেক ক্ষণ আগে বার করে নেবেন না। মিনিট দশেক আগে বাইরে রাখলেই হবে। তা হলে পেঁপে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় নেই। খবরের কাগজ জড়িয়ে রাখুন যতটুকু খাবেন সেটুকু কেটে নিয়ে

পাজের আগে কায়দা করে চুল সোজা করিয়েছিলেন। মাস দুয়েক চুল বেশ ভাল ছিল। চুলের জেঙ্গা, মসৃণ ভাব সকলের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সময়ে। কিন্তু কিছু দিন পর থেকেই শুরু হল সমস্যা। কোনও কারণ ছাড়াই মূর্তো চুল হাতে উঠে আসছে। নামী-নামী তেল মেখে, বিভিন্ন "ট্রিটমেন্ট" করিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, তাপ দিয়ে চুলের প্রোটিনের বন্ড এক বার নষ্ট হয়ে গেলে তা কোনও ভাবেই আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এর পর থেকেই চুলের যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতির শুরু হয়। চুলে অতিরিক্ত তাপ লেগে ডগা ফেটে যেতে পারে। চুলেরও নিজস্ব চক্র আছে। সেই চক্রের একেবারে শেষ পর্যায়ে থাকা চুলের উপর কায়দা করলে ক্ষতির আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। কারণ, অতিরিক্ত তাপে চুলের স্থিতিস্থাপকতা বা "ইলাস্টিসিটি" নষ্ট হয়। চুলের গোড়া আলগা হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় অনেকেরই মনে হতে পারে চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে কী করা যেতে পারে? চুল নিয়ে গবেষণা করেন জ্যামিন লিম। তাঁর মতে, শুধু কায়দা করলেই হবে চুলের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তা নয়। চুল শুকোতে নিয়মিত ব্লো ড্রাই করলেও কিন্তু একই ভাবে চুলের ক্ষতি হতে পারে। চুলের প্রতিটি স্ট্র্যান্ড কেরাটিন নামক একটি প্রোটিন দিয়ে তৈরি।

ক্ষতিগ্রস্ত চুল কি আবার আগের মতো ঝলমল করে উঠতে পারে

স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে আলফা হেলিক্স নামক যৌগ। মাত্রাতিরিক্ত তাপ এই যৌগটিকে নষ্ট করে দেয়। ফলে চুলের স্বাভাবিক জেঙ্গা তো নষ্ট হয়েই, সঙ্গে ফলিকলেও এর প্রভাব পড়ে। কোন কোন লক্ষণ দেখলে বুঝবেন চুলের ক্ষতি হয়েছে?

- ১) কেরাটিন ট্রিটমেন্ট কিংবা ব্লো ড্রাই করার পরে চুল অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়তে পারে। চুলের স্বাভাবিক জেঙ্গা ধরে রাখতে কিছুটা উপকারী। তা-ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ২) চুলের ডগা ভেঙে যাওয়া, চুল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে অতিরিক্ত তাপের কারণে।
- ৩) সামান্য হাওয়া দিলেই চুল উল্লুখুড় হয়ে পড়াও কিন্তু এই ক্ষতির লক্ষণ। কঁকড়ানো চুল বেশি রাখা সমস্যার হলেও সোজা চুলে এমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।
- ৪) যথেষ্ট তেল মাখার পরেও যদি সমানের চুলে জট পড়তে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, তা অতিরিক্ত তাপ লাগার ফলে হুজু হয়েছে।
- ৫) সাধারণ ভাবে ৫০ থেকে ১০০টি চুল প্রতি দিন মাথা থেকে ঝরে পড়তেই পারে। কিন্তু অনেক সময়ে পরিমাণটি বেড়ে ২০০ থেকে ৩০০-তে পৌঁছে যায়। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, অতিরিক্ত তাপ লাগার ফলে এই পরিমাণ চুল ঝরে পড়া স্বাভাবিক।

স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে আলফা হেলিক্স নামক যৌগ। মাত্রাতিরিক্ত তাপ এই যৌগটিকে নষ্ট করে দেয়। ফলে চুলের স্বাভাবিক জেঙ্গা তো নষ্ট হয়েই, সঙ্গে ফলিকলেও এর প্রভাব পড়ে। কোন কোন লক্ষণ দেখলে বুঝবেন চুলের ক্ষতি হয়েছে?

- ১) কেরাটিন ট্রিটমেন্ট কিংবা ব্লো ড্রাই করার পরে চুল অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়তে পারে। চুলের স্বাভাবিক জেঙ্গা ধরে রাখতে কিছুটা উপকারী। তা-ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ২) চুলের ডগা ভেঙে যাওয়া, চুল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে অতিরিক্ত তাপের কারণে।
- ৩) সামান্য হাওয়া দিলেই চুল উল্লুখুড় হয়ে পড়াও কিন্তু এই ক্ষতির লক্ষণ। কঁকড়ানো চুল বেশি রাখা সমস্যার হলেও সোজা চুলে এমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।
- ৪) যথেষ্ট তেল মাখার পরেও যদি সমানের চুলে জট পড়তে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, তা অতিরিক্ত তাপ লাগার ফলে হুজু হয়েছে।
- ৫) সাধারণ ভাবে ৫০ থেকে ১০০টি চুল প্রতি দিন মাথা থেকে ঝরে পড়তেই পারে। কিন্তু অনেক সময়ে পরিমাণটি বেড়ে ২০০ থেকে ৩০০-তে পৌঁছে যায়। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, অতিরিক্ত তাপ লাগার ফলে এই পরিমাণ চুল ঝরে পড়া স্বাভাবিক।

গরম ভাতের সঙ্গে এক চামচ ঘিয়ের মেলবন্ধনে অর্ধ স্বাদ তৈরি হয়। তবে ঘি যে শুধু স্বাদে এবং গন্ধে অভুলনীয়, তা নয়। ঘিয়ের স্বাস্থ্যগুণও বিপুল। ঘিয়ে রয়েছে সুস্থ থাকার মন্ত্র। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, ভিটামিন, মিনারেলস সমৃদ্ধ ঘি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে, শরীরের প্রতিটি পেশি শক্তিশালী করে, বাড়তি মেদ ঝরায়, হাড় মজবুত করে, শরীরের প্রতিটি কোষ সচল রাখে। এক চামচ ঘি কিন্তু জীবন বদলে দিতে পারে। সুস্থ থাকতে তাই ঘি হতে পারে অন্যতম ভরসা। বিরিয়ানি, গোলাও, নিরামিষ নানা তরকারির অন্যতম উপকরণ হল ঘি। মাঝেমাঝেই এই ধরনের খাবার রেসপন্স অথবা বাড়িতে খাওয়া হয়ই। তবে তার মানে এই নয় যে, ঘি দিয়ে রান্না করা খাবার খেলেই সুস্থ থাকার সম্ভাব। ঘি শুধু খেলেই হবে না। খেতে হবে নিয়ম মেনে। তাই-ই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে।



থাকবে রোগবোঝা। কী ভাবে ঘি খেলে তবেই মিলবে উপকার? ঘি খেতে হবে খালি পেটে। তবে সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যাবে। খালি পেটে ঘি খেলে ঠিক কী কী উপকার পাওয়া যায়?

- ১) হজম ক্ষমতা শক্তিশালী করতে ঘি উপকারী। ঘিয়ে থাকা বাইটিটিক অ্যাসিড হজমক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। ফলে ঘি খেলে হজমের সমস্যা হয়, এ কথা মোটেই ঠিক নয়। বরং হজমক্ষমতা উন্নত করতে ঘিয়ের জুড়ি মেলা ভার।
- ২) শরীরের বাড়তি মেদ ঝরাতে ঘিয়ের জুড়ি মেলা ভার। ঘি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ওজন হাতের মুঠোয় রাখতে ঘি সত্যিই উপকারী। ঘি মেদ গলাতে সাহায্য করে।
- ৩) দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতেও ঘি বেশ উপকারী। চোখ জ্বালা, চোখ থেকে জল পড়ার মতো সমস্যা থেকে বাঁচতে ঘি হতে পারে অন্যতম উপকরণ।
- ৪) পেশি এবং হাড় মজবুত করে ঘি। রোজ এক চামচ করে ঘি খাওয়ার অভ্যাস থাকলেও বার্ষিকো হাঁটু ব্যথা, পায়ে ব্যথা নিয়ে ভাবতে হবে না।

বেগুন খেলেই গলা সুড়সুড় করে



শরীরচর্চা ছাড়াও সুস্থ থাকার আরও একটি ধাপ হল বিছানার চাদর পরিষ্কার রাখা। টানটান করে চাদর পাতা পরিপাটি বিছানা গা এলিয়ে দিতেই দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। তবে শুধু তো ব্যবহার করলে চলবে না, পরিষ্কার করতে হবে। একটি চাদর সাধারণত সপ্তাহখানেকের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয়। এক সপ্তাহ অন্তর চাদর কাচলে ভাল। অপরিষ্কার চাদরে ঘুমোলে স্বকের নানা সমস্যাও দেখা দেয়। একই চাদর দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহার করার ফলে স্বকের কোন সমস্যাগুলি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে? প্রণ বাইরে তেলমশলা

দেওয়া খাবার খাওয়া, জল কম খাওয়া, শরীরচর্চা না করার মতো কিছু অভ্যাস হল প্রণের অন্যতম কারণ। তবে এগুলি ছাড়াও নোংরা চাদরে ঘুমোনার কারণেও কিন্তু প্রণ হতে পারে। অল্পে থাকা যে কোনও জিনিসেই ব্যাক্টেরিয়া বাসে বাঁধে। স্বকের কোষে সেই ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের ফলেই প্রণ হয়। খুব ভাল হয়, যদি দু'দিন অন্তর বিছানার চাদর কেচে নেন। ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ পরিষ্কার না করে অনেক দিন ধরে একই চাদর ব্যবহার করে গেলে স্বকে ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে যায়। এমনিতেই বর্ষায় এই ধরনের

দেখা গিয়েছে, যাদের টোম্যাটো, আলু এবং বেলে পেপারের মতো সজি খেলে অ্যালার্জি হয়, তাঁদের বেগুন খেলেও সেই একই রকম সমস্যা হতে পারে। এই ধরনের সজিতে "স্যালিসাইলেট" নামক এক ধরনের রাসায়নিক থাকে। যা শরীরে বিষের মতো কাজ করে। চিকিৎসা পরিভাষায় যাকে "স্যালিসাইলেট টক্সিসিটি" বলা হয়। বেগুন খেয়ে অ্যালার্জি হলে কী করবেন? চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী "অ্যান্টিহিস্টামিন" জাতীয় ওষুধ খাওয়াই ভাল। তবে তার মাত্রা কেমন হবে, তা নিজে থেকে ঠিক করে নেওয়া উচিত হবে না।

বর্ষাকাল বলে নয়, সারা বছরই ঘন ঘন চাদর বদলানো জরুরি

শরীরচর্চা ছাড়াও সুস্থ থাকার আরও একটি ধাপ হল বিছানার চাদর পরিষ্কার রাখা। টানটান করে চাদর পাতা পরিপাটি বিছানা গা এলিয়ে দিতেই দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। তবে শুধু তো ব্যবহার করলে চলবে না, পরিষ্কার করতে হবে। একটি চাদর সাধারণত সপ্তাহখানেকের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয়। এক সপ্তাহ অন্তর চাদর কাচলে ভাল। অপরিষ্কার চাদরে ঘুমোলে স্বকের নানা সমস্যাও দেখা দেয়। একই চাদর দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহার করার ফলে স্বকের কোন সমস্যাগুলি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে? প্রণ বাইরে তেলমশলা

দেওয়া খাবার খাওয়া, জল কম খাওয়া, শরীরচর্চা না করার মতো কিছু অভ্যাস হল প্রণের অন্যতম কারণ। তবে এগুলি ছাড়াও নোংরা চাদরে ঘুমোনার কারণেও কিন্তু প্রণ হতে পারে। অল্পে থাকা যে কোনও জিনিসেই ব্যাক্টেরিয়া বাসে বাঁধে। স্বকের কোষে সেই ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের ফলেই প্রণ হয়। খুব ভাল হয়, যদি দু'দিন অন্তর বিছানার চাদর কেচে নেন। ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ পরিষ্কার না করে অনেক দিন ধরে একই চাদর ব্যবহার করে গেলে স্বকে ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে যায়। এমনিতেই বর্ষায় এই ধরনের

রোগাবিলাই হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। তার উপর এমন অনাস্থাকর অভ্যাস সেই ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তোলে। তবে বর্ষাকাল বলে নয়, সারা বছরই ঘন ঘন চাদর বদলানো জরুরি। অ্যাথলিট ফুট ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের আরও একটি দিক হল অ্যাথলিট ফুট। এতে শরীরের বিভিন্ন অংশে চাকা চাকা দাগ দেখা দেয়। অপরিচ্ছন্ন চাদর থেকে এই ধরনের সংক্রমণ ছড়ায়। স্বকের এই সমস্যা এক বার দেখা দিলে সহজে সারতে চায় না। তাই ঝুঁকি না নিয়ে এই বর্ষায় পারলে দু-তিন দিন অন্তর চাদর পাল্টে দিন।



বৃদ্ধি পাবে দিন ও রাতের তাপমাত্রা, ১৭ মার্চ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ১৩ মার্চ (হি.স.): দক্ষিণবঙ্গের ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, পাশাপাশি দিন ও রাতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ৩-৪ ডিগ্রি মতো বৃদ্ধি পেতে পারে তাপমাত্রার পারদ, পাশাপাশি ১৪, ১৬ ও ১৭ মার্চ দক্ষিণবঙ্গে বিভিন্ন জেলার বেশ কিছু অংশে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবার ১৫ মার্চ দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের কাছাকাছি জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও বৃষ্টি হবে হালকা।

ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবারের পর থেকে আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে। মূলত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টি হলেও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির আবহাওয়া শুষ্কই থাকবে। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজতে পারে। তা ছাড়া বৃহস্পতিবার কলকাতার পাশাপাশি হালকা বৃষ্টি হতে পারে হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পূর্ব বর্ধমান জেলায়। শুক্রবার এবং শনিবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়।

বড় উদ্যোগ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর, এনসিসি-র সম্প্রসারণে

অনুমোদন রাজনাথ সিংয়ের

নয়াদিঙ্গি, ১৩ মার্চ (হি.স.): এনসিসি-র স্বার্থে বড় উদ্যোগ নিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বৃহবার ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পশ (এনসিসি) সম্প্রসারণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন এবং তিন লক্ষ ক্যাডেট শূন্যপদও ফুল করেছেন। এই সম্প্রসারণের ফলে সমগ্র দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এনসিসি-র ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ১৯৪৮ সালে মাত্র ২০ হাজার ক্যাডেট থেকে এনসিসি-র ভূমিকার জন্য এখন ২০ লক্ষ ক্যাডেটের অনুমোদিত শক্তি থাকবে, যা এনসিসি-কে বিশ্বের বৃহত্তম ইউনিফর্মিয়ুড যুব সংগঠনে পরিণত করবে।

রোহতাসে খাদে পুণ্যার্থী বোঝাই গাড়ি; মৃত ৪, আহত ২৬

রোহতাস, ১৩ মার্চ (হি. স.): বিহারের রোহতাসে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪ জনের। ২৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। বৃহবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে চেনারি থানার অন্তর্গত গাইঘাটের কাছে। জানা গিয়েছে, বৃহবার সকালে পিকআপ ভাঙে চড়ে ৩০ জন পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রা করতে গুপ্তধামে যাচ্ছিলেন। অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাইয়ের কারণে পিকআপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে রোহতাসের কাছে গাড়িয়ে খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনা এতাই ভয়াবহ ছিল যে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪ জনের। ২৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

হরিয়ানায় আত্ম ভোটে জয়ী নায়াব সিং সাইনি

হরিয়ানা, ১৩ মার্চ (হি.স.): মঙ্গলবারই বদলে গিয়েছিল হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর মুখ। মনোহরলাল খট্টরের জায়গায় নতুন মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন নায়াব সিং সাইনি। বাকি ছিল আত্ম ভোটার বৈতরণি পেরোনো। বৃহবার সেই পরীক্ষাতেও পাশ করে গেলেন সাইনি-সরকার। উল্লেখ্য, এদিন আত্ম ভোটারে আগেই ১০ জনের মধ্যে ৫ জন জননায়ক জনতা পার্টি (জেজেপি)-র বিধায়ক সভ্য বয়স্কট করেন। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরেই হরিয়ানায় জেজেপি ও বিজেপি মধ্য আসনবাহী নিয়ে সংঘাত হচ্ছিল। সেখানকার ১০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৩টি আসনের দাবি জানিয়েছিল জেজেপি। কিন্তু একটির বেশি আসন ছাড়া তে নারাজ ছিল বিজেপি। এই সংঘাতে মঙ্গলবার সকালে ইস্তফা দেন মনোহরলাল খট্টার। মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফার পরেই গোটা মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটায় শপথ নেন নায়েব সিং সাইনি। অবশেষে এদিন সকাল এগারোটায় শুরু হয় বিধানসভার অধিবেশন। আর কিছু সময়ে পরেই হয় শুরু আত্ম ভোটার প্রক্রিয়া। সেই পরীক্ষায় পাশ করে গেল নয়া সরকার। আত্ম ভোটারে ভাষণে সাইনি নিজেকে সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা একজন বলে বর্ণনা করেন। বলেন, আমার পরিবারের কেউ কোনওদিন রাজনীতি করেনি।

শিলিগুড়িতে একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ (হি.স.) : শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহবার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, চা সুন্দরী প্রকল্পে পানির সঙ্গেই ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বাড়ি বানানোর জন্য দেওয়া হবে। ১ এপ্রিল থেকে লক্ষ্মীর ভাঙারে যারা ৫০০ টাকা পেতেন, তারা ১০০০ টাকা পাবেন। আর যারা ১০০০ টাকা পেতেন, তারা ১২০০ টাকা পাবেন। সরকারি কর্মীদেরও ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানো হয়েছে। উদ্বাস্তদের স্থায়ী ঠিকানা করে দিয়েছি, তাঁরা আজ আর উদ্বাস্ত নন। কর্মসূচী প্রকল্পে বছরে ৫০ দিনের কাজ নিশ্চিত করেছি। এদিন প্রশাসনিক সভায় মমতা বলেন, ‘আমরা যা বলি, তাই করি। কিছু রাজ্য আমাদের নকল করেছে।’ তাঁর কথায়, ‘বাংলা মডেল হয়ে গিয়েছে। ভালো লাগেছে।’ একইসঙ্গে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকেও তোপ দাগেন মমতা। বলেন, ‘কেন্দ্র তিন বছর টাকা দেখানি। আমরা আমাদের তহবিল থেকে টাকা দিয়েছি। ওরা বলছে টাকা পাঠালে খেয়ে নেয়। মিথ্যা কথা।’ এদিন দেশজুড়ে সিএএ কার্যকর হওয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মমতা। বৃহবার সিএএ এবং এনআরসির বিরুদ্ধে শিলিগুড়িতে মিছিল করার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। তবে শেষমুহুর্তে সেই কর্মসূচি বাতিল করা হয়। শুধু তাই নয়, ভিডিওকনের মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর যে কর্মসূচি হওয়ার কথা ছিল তাতেও বড় দবল আনা হয়েছে। এদিন উত্তরকন্যায় বৈঠকের পর নিজের কর্মসূচি সেয়ে দ্রুত কলকাতায় ফিরবেন মমতা।

আসানসোলেই লড়ব, আগের সিদ্ধান্ত বদলে জানালেন ভোজপুরী গায়ক পবন সিং

আসানসোল, ১৩ মার্চ (হি. স.): এক সপ্তাহের মধ্যেই বদলে ফেললেন নিজের সিদ্ধান্ত। জানালেন, আসানসোল থেকে বিজেপির টিকিটে লড়বেন তিনি। কথা হচ্ছে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ পবন সিংকে নিয়ে। বৃহবার এজ্ঞ হাভেল্ডে একটি পোস্ট করেন পবন সিং। শিল্পী লেখেন, ‘জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও মা-কে দেওয়া কথা রাখতে আমি ভোটে লড়ব।’ ভোজপুরী গায়ক পবন সিং আরও জানান, ‘মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে আমি আসানসোলে বিজেপির হয়ে ভোটে লড়ব। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ এবং সহযোগিতা চাইছি। জয় মাতা দি।’ উল্লেখ্য, বিজেপির প্রার্থীতালিকা প্রকাশের পর দেখা যায় বাংলায় আসানসোল আসনটি থেকে পবন সিংকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি।

৫ দিনের সফরে বৃহস্পতিবার ভারতে আসছেন ভূটানের প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিঙ্গি, ১৩ মার্চ (হি.স.): ভূটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে ৫ দিনের সফরে বৃহস্পতিবার ভারতে আসবেন। ১৪ থেকে ১৮ মার্চ তিনি ভারতে সরকারি সফরে আসছেন। ২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই প্রধানমন্ত্রী তোবগের প্রথম বিদেশ সফর। বিশ্বেশ্বরক সূত্রে জানা গিয়েছে, ভূটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে ওইদিন ভূটান সরকারের উর্ভন আধিকারিকরাও আসবেন। এছাড়াও বিদেশ ও বাণিজ্যমন্ত্রী, জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী, শিল্প, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ও গুনীর সঙ্গে থাকবেন। এই সফরে ভূটানের প্রধানমন্ত্রী রাস্ত্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী মৌদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। এই সফরে বিশেষমন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির ভূটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। প্রধানমন্ত্রী তোবগে ১৪ থেকে ১৮ মার্চের মধ্যে মুম্বই সফর করবেন। বিশ্বেশ্বরক জানিয়েছে, ভূটানের প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের ফলে দুদেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় হবে।

সিএএ-র পরোক্ষ প্রভাব পড়তে পারে দেশে, আশঙ্কার কথা জানালেন কেজরিওয়াল

নয়াদিঙ্গি, ১৩ মার্চ (হি.স.): সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর পরোক্ষ প্রভাব পড়তে পারে দেশে। অনেক আশঙ্কার কথাই জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহবার দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, ‘পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশে প্রায় আড়াই থেকে ৩ কোটি মানুষ একত্র সংখ্যালঘু। এগুলি দরিদ্র দেশ।’ কেজরিওয়ালের কথায়, ‘এই আড়াই থেকে ৩ কোটি মানুষের মধ্যে যদি এক থেকে দেড় কোটি মানুষও ভারতে আসে, আমরা তাঁদের কোথায় বসাব? আমরা কিভাবে তাঁদের চাকরি দেব? আমাদের জনগণের যে কাজ পাওয়ার কথা তা তাদের কাছে যাবে। পুরো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়বে। ছিনতাই, ধর্ষণের ঘটনা বাড়বে। চারিদিকে দাঙ্গা হবে। দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতির কী হবে?’

অর্জুন তো এখনও বিজেপি-র সাংসদ, উত্তরকন্যায় উত্তর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ (হি.স.): ‘অর্জুন তো এখনও বিজেপি-র সাংসদ’। শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক সভায় প্রসঙ্গের উত্তরে এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহবার তৃণমূল নেত্রী আরও বলেন, ‘যারা তৃণমূলকে ভালোবেসে এসেছে, দলকে ভালোবেসেছে, যারা দলের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থেকেছে, সকলে মিলে তাঁদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তৃণমূল অনেক বড় পরিবার। যেখানে যে যোগ্য, তার নিরিখেই প্রার্থী করা হয়েছে।’ প্রসঙ্গত, লোকসভায় ব্যারাকপুর থেকে টিকিট না পেয়ে ক্ষুব্ধ অর্জুন সিং মঙ্গলবার তাঁর দলীয় অফিস থেকে সরেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূলের ব্যবতীয় ছবি। বৃহবার অর্জুন শোষণ করেছেন, তিনি ব্যারাকপুর থেকেই লড়বেন। তবে কোন দলে তা স্পষ্ট করেননি। এই বিষয়ে শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হয়, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, বিজেপি থেকে তৃণমূল আসা আসনকেই এবার লোকসভায় টিকিট পেয়েছেন। তাকে অর্জুন কোন ব্রাত্য? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘অর্জুন তো এখনও বিজেপির সাংসদ। বিজেপির সাংসদ পদ ছাড়িনি সে। এখনও বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েই রয়েছি। ও কোন দলে দাঁড়াবে, তা ঠিক করার স্বাধীনতা ওর।’

জম্মু—কাশ্মীর ন্যাশনাল ফ্রন্টকে নিষিদ্ধ কেন্দ্রের

নয়াদিঙ্গি, ১৩ মার্চ (হি.স.): নইম আহমেদ খানের জম্মু—কাশ্মীর ন্যাশনাল ফ্রন্টকে ইউএপিএ-র অধীনে ৫ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, বেআইনি কার্যকলাপের জন্য ওই দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে যে, জম্মু—কাশ্মীর ন্যাশনাল ফ্রন্ট-এর একাধিক সদস্য দেশবিরাোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। তারা দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। জম্মু কাশ্মীর ন্যাশনাল ফ্রন্ট-এর সদস্যরা বহিরাগত জঙ্গিদের মদত দেয়। কেন্দ্রের মতে, ভারত বিরোধী চক্রান্ত, তথাপাচার করে থাকে ওই দলের সদস্যরা। কেন্দ্রের তরফে এও জানানো হয়েছে যে, জম্মু কাশ্মীর ন্যাশনাল ফ্রন্ট-এর সদস্যরা কাশ্মীরের একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ, প্রতিবাদ করে উত্তেজনা ছড়ান। জঙ্গিদের মদত, নিরাপত্তারক্ষীদের উপর পাথর ছোড়াতেও যুক্ত তাঁরা। স্থানীয়দের উসকানি দেন বলেও অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে।

উমর খালিদের হামলাকারীদের ‘রেহাই’ দেওয়ায় নোটিশ জারি দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিঙ্গি, ১৩ মার্চ (হি.স.): তাঁর ওপর হামলাকারীদের ওপর থেকে ‘হত্যার চেষ্টা’-র অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করলো জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র উমর খালিদ। বৃহবার আদালত তাঁর মামলাটি গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি এই বিষয়ে দিল্লি পুলিশের বক্তব্য জানতে চেয়েছে আদালত। এই মামলায় দুই অভিযুক্তকেও নোটিশ পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবের বাইরে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র উমর খালিদের ওপর নবীন দালাল এবং দরবেশ নামে দুজন হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ২০২৩ সালের ৬ ডিসেম্বর দিল্লির একটি আদালত অভিযুক্ত ওই দুজনকে উমর খালিদকে ‘হত্যার চেষ্টা’-র অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়। সেই রায়ে বিরুদ্ধেই আদালতে মামলা করেন উমর খালিদ।

রিয়ালের কাছে হেরে চাকরি গেল সেলটা ভিগোর কোচ বেনিতেজের

মাঙ্গ্রি, ১৩ মার্চ (হি.স.): দায়িত্ব নেওয়ার ৮ মাসের মধ্যেই হুঁটাই হয়ে গেলেন স্প্যানিশ কোচ রাফায়েল বেনিতেজের। মঙ্গলবার (১২ মার্চ) সেলটা ভিগো এক বিবৃতি দিয়ে বেনিতেজকে ছুঁটিইয়ের ঘোষণা করেছে। গত রবিবার (১০ মার্চ) রিয়াল মাদ্রিদের কাছে ৪-০ গোলে সেলটা ভিগোর হারের পরই বেনিতেজকে ছুঁটিইয়ের গুঞ্জন ওঠে। সেলটা ভিগোর দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ক্লাবকে প্রত্যাহিত ফলাফল এনে দিতে পারেননি বেনিতেজ।’ গত বছরের জুনে রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন কোচ বেনিতেজকে নিয়োগ করে সেলটা। তাঁর কোচিংয়ে একদমই সাফল্য পাচ্ছিল না বলে ক্লাবটির কোচ হুমকির মুখেই ছিল। বর্তমানে ভালো অবস্থায় নেই সেলটা ভিগো। ২৮ ম্যাচে ২৪ পরেট নিয়ে টেবিলের ১৭-তম স্থানে থেকে সেলটা অবনমন আওতায় আছে। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ : টানা জয়ের বিশ্ব রেকর্ড গড়ল আল হিলাল রিয়াদ, ১৩ মার্চ (হি.স.): টানা ম্যাচ জেতার বিশ্ব রেকর্ড গড়ল সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তাঁরা আল ইত্তিহাদকে হারিয়ে এই অসাধারণ কীর্তি গড়ল। মঙ্গলবার রাতে এশিয়ান ক্লাব প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার-ফাইনালের ফিরতি লেগে ২-০ গোলে জিততেছ আল হিলাল।

সিএএ প্রসঙ্গে তোপ কেজরিওয়ালের, একাধিক প্রসঙ্গ তুলে বিধলেন বিজেপিকে

নয়াদিঙ্গি, ১৩ মার্চ (হি.স.): সিএএ প্রসঙ্গে বিজেপিকে বিধলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহবার এক সাংবাদিক বৈঠকে কেজরিওয়াল বলেছেন, ‘কী এই সিএএ? বিজেপি আমাদের সন্তানদেরই চাকরি দিতে পারছে না, কিন্তু তাঁরা পাকিস্তানের সন্তানদের চাকরি দিতে চায়। আমাদের দেশের বহু মানুষ এখনও গৃহহীন কিন্তু বিজেপি পাকিস্তান থেকে আসা মানুষজনকে এখানে বসতি দিতে চায়। বিজেপি পাকিস্তান থেকে মানুষজনকে আমাদের চাকরি দিতে চায়।’ অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, ‘কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বলেছে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান - এই তিনটি দেশের সংখ্যালঘুরা যদি ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে চান তবে তাঁদের তা দেওয়া হবে। এর

মানে হল আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘুদের আনা হবে। তাদের চাকরি দেওয়া হবে এবং তাদের জন্য বাড়ি তৈরি করা হবে।’ কেজরিওয়ালের কথায়, ‘বিজেপি পাকিস্তানিদের আমাদের ন্যায্য বাড়িতে বসতি দিতে চায়। ভারত সরকারের অর্থ বা আমাদের পরিবার ও দেশের উন্নয়নে ব্যবহার করা দরকার, তা পাকিস্তানিদের বসতি স্থাপনে ব্যবহার করা হবে।’

নিমতায় উদ্ধার কলকাতার ব্যবসায়ীর দেহ, এক সঙ্গীকে গ্রেফতার করল পুলিশ

কলকাতা ও নিমতা, ১৩ মার্চ (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার নিমতায় উদ্ধার হল নিখোঁজ এক ব্যবসায়ীর দেহ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ব্যবসায়ীর নাম ভবো লাখানি। কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। তদন্তে নেমে নিমতার রবীন্দ্রপল্লিতে ভবিষ্যার ব্যবসায়িক

সঙ্গীর বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে। একটি জলের ট্যাকের নীচে দেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। দেহ বস্তাবন্ধি করে একটি জলের ট্যাকের নীচে রেখে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। দীর্ঘ দিন নিখোঁজ থাকার পর বৃহবার মিছিল ওই ব্যবসায়ীর দেহ। উত্তর ২৪ পরগনার নিমতা এলাকায় একটি বাড়ির জলের ট্যাকের পাশে

ব্যবসায়ীর দেহ বস্তাবন্ধি করে পুতে রাখা হয়েছিল। শুধু তাই নয়। তার উপর তুলে দেওয়া হয়েছিল পাঁচিল। পুলিশ সূত্রে খবর, যে বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে, তার মালিক মৃত ব্যবসায়ীর পরিচিত। তাঁরা এক সঙ্গে ব্যবসা করতেন। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ মনে করছে ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরে এই খুন।

সিএএ নিয়ে অ ভয় দিলেন গিরিরাজ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বললেন কারও সমস্যা হওয়ার কথা নয়

পাটনা, ১৩ মার্চ (হি.স.): সিএএ নিয়ে অ ভয় দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তিনি বলেছেন, ‘সিএএ নিয়ে কারও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এটা নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় না, বরং নাগরিকত্ব প্রদান করে।’ গত সোমবার দেশে চালু হয়েছে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন

(সিএএ)। এই আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকেই বিরোধীরা সমালোচনা করে আসছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া প্রমুখ সিএএ-র সমালোচনা করেছেন। এমতাবস্থায় সিএএ নিয়ে বিব্রান্তি

না ছড়ানোর অনুরোধ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। বৃহবার বিহারের রাজধানী পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং বলেছেন, ‘সিএএ নিয়ে কারও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এটা নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় না, বরং নাগরিকত্ব প্রদান করে।’

দৈনিক এক থেকে দেড় লক্ষ পুণ্যার্থী দর্শন করছেন রামমন্দির, জানাল শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র

অযোধ্যা, ১৩ মার্চ (হি.স.): রামনগরী অযোধ্যা এখন রামময়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক রামভক্ত রোহই অযোধ্যায় আসছেন। পুণ্যার্থীদের আগমনে নিত্যদিনই তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন তীর্থ ক্ষেত্র জানিয়েছে দৈনিক এক থেকে দেড় লক্ষ পুণ্যার্থী দর্শন করছেন রামমন্দির। শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র বৃহবার এজ্ঞ

হ্যাভেলে জানিয়েছে, সকাল ৬.৩০ মিনিট থেকে রাত ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত রামমন্দিরে রামলালার দর্শন করতে পারবেন ভক্তরা। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, ‘ভক্তদের সুবিধার্থে এবং সময় বাঁচানোর জন্য তাঁদের মোবাইল ফোন, জুতো, পাস ইত্যাদি মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে রেখে আসার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অনুগ্রহ করে শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে ফুল, শহরের ত্যাগ দিলেই হবে।’

মালা, প্রসাদ ইত্যাদি আনবেন না। ভোর চারটেতে মঙ্গলা আরতির জন্য প্রবেশ, সকাল ৬.১৫ মিনিটে শ্রিংশ্রীর আরতি এবং রাত ১০টার শয়ন আরতি শুধুমাত্র একটি প্রবেশ পাস দিয়েই সম্ভব। অন্যান্য আরতির জন্য কোনও প্রবেশ পাসের প্রয়োজন নেই। প্রবেশের পাসের জন্য ভক্তের নাম, বয়স, আধার কার্ড, মোবাইল নম্বর এবং শহরের ত্যাগ দিলেই হবে।’

ঝাড়খণ্ডের বিধায়ক আশ্বা প্রসাদের বাড়িতে ১৮ ঘণ্টা ইউডি-র তল্লাশি, বিজেপিকে তোপ নেত্রীর

রাঁচি, ১৩ মার্চ (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস বিধায়ক আশ্বা প্রসাদের বাড়িতে দীর্ঘ প্রায় ১৮ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। নেত্রীর রাঁচির বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল নগদ টাকা ও গুরুত্বপূর্ণ নথি। এদিকে, ইউডি-র এই অভিযানের প্রেক্ষিতে বিজেপিকে নিশানা করছেন কংগ্রেস নেত্রী। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের টার্গেট করা হচ্ছে।’

রাঁচির বাড়ি থেকে বেগোতে দেখা যায় ইউডি-র আধিকারিকদের। ইউডি-র এই অভিযান প্রসঙ্গে আশ্বা তল্লাশি অভিযান চালান প্রসাদ বলেছেন, ‘খুব ভোরে তাঁরা আসে এবং তার পর থেকে সারাদিনের অত্যাচার ছিল। তাঁরা আমাকে একই জায়গায় ঘন্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়েছিল।’

আমাকে হাজারিবাগ লোকসভার টিকিটের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, যা আমি উপেক্ষা করেছি। তখন আমাকে চাপ দেওয়া হয়। তাঁরা আমাকে হাজারিবাগের একজন শক্তিশালী নেত্রী হিসেবে দেখেন, কারণ আমরা বারকাগীও আসনে ধারাবাহিকভাবে জয়লাভ করছি।’

গ্রেটার নয়ডায় আণ্ডনে পুড়ল ৬টি ধাভা ও দু’টি দোকান, ফাটল বেশ কিছু সিলিভার

নয়ডা, ১৩ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় ভয়াবহ আণ্ডন লাগল রাস্তার ধারে অবস্থিত বেশ কিছু ধাভা। আণ্ডনে পুড়ে গিয়েছে ৬টি ধাভা ও দু’টি দোকান। বৃহবার সকালে গ্রেটার নয়ডার বিসরাখ ধানা এলাকায় রাস্তার ধারে অবস্থিত বেশ কিছু ধাভায় আণ্ডন লাগে। শটসাঁকিটের কারণে এই আণ্ডন লাগে বলে জানা গিয়েছে। আণ্ডন লাগার পর বেশ কয়েকটি সিলিভার বিনোয়ক হয়, এর ফলে আণ্ডন আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। দমকলের ১০টি ইউনিটের বেশ কয়েক যন্ত্রাণ্ডন আণ্ডন আয়ত্তে এসেছে। এই অধিকাংশ কেউ হতাহত হননি। পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, আমরা গুড সিটি সার্কেলের কয়েকটি ধাভায় আণ্ডন লাগার খবর পাই। তৎক্ষণাৎ আণ্ডনে নেভাতে রওনা শেষ দমকলের কয়েকটি প্রদীপ কন্ট্রোল বসেছেন, দমকলের ১০টি ইউনিট আণ্ডন নিয়ন্ত্রণে এনেছে।



ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল অমর চাঁদ সরকার বৃধবার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তথ্যবিধি তিন লক্ষের আর্থিক রাশি তুলে দেন।

উদয়পুরে পোর্টাল অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল

আগরতলা, ১৩ মার্চ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ বিকেলে প্রধানমন্ত্রী সামাজিক উত্থান ও রোজগার আধারিত জনকল্যাণ কর্মসূচিতে পিএম-সুর্যা জাতীয় পোর্টালের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানটি আজ বিকেলে গোমতী জেলার রাজর্ষি টাউন হলে ভার্চুয়ালি সম্প্রচার করা হয়। এই সম্প্রচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাথু। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দেবল দেব রায়, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র

মজুমদার, জেলাশাসক তডিৎ কাশি চাকমা প্রমুখ। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রকের উদ্যোগে এই পোর্টালের সূচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, পিএম-সুর্যা প্রকল্প পশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রক সমাজের সকল অংশের মানুষের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তাছাড়াও দুর্বল ও পশ্চাদপদ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ, এসসি/ওবিসি এবং সাফাই কর্মচারীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ

করে দিতে কাজ করছে। তাদের ক্ষমতায়ণে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যপাল বলেন, সাফাই কর্মীরা হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে দুর্বল শ্রেণীর লোক যাদের সবচেয়ে কম সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা রয়েছে এবং তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে কাজ করে। এই পোর্টাল চালু হওয়াতে তারা এই বেশি লাভবান হবেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল উদয়পুর পুর পরিষদের আওতাধীন সাফাই কর্মীদের হাতে পিপিই কিট, নমস্কেট আয়ুমান কার্ড ইত্যাদি তুলে দেন।

মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর টিএমসিতে চালু করা যায় সে বিষয়েও কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া প্রয়োজন। রাজ্যে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। রাজ্যে ডেন্টাল কলেজ নির্মাণ, বিশ্রামগঞ্জ ডি-অ্যাডিকশন সেন্টার চালু এবং এজিএমসিতে মা ও শিশুদের জন্য একটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সময়েই চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে, সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

ট্রিপারের ধাক্কায় দুটি বাইক সহ স্কুটি ভেঙে চুরমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, লত্তরাইহাটী, ১৩ মার্চ। দ্রুতগতিতে থাকা বেপরোয়া ট্রিপার দুটি বাইক ও স্কুটি ভেঙে চুরমার করে একটি দোকানঘরে আড়াই পড়ে। ঘটনা লত্তরাইহাটী মহকুমার ছৈলেংটা থানাধীন ময়নামা বাজারে ঘণ্টানার বিক্রেতা জানা যায়, ছৈলেংটা থেকে মনুর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল টিআর০৫-বি-১০৭৫ নম্বরের ট্রিপারটি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে গাড়ির গতির দিক ছিল বেপরোয়া। ময়নামা বাজারে পৌঁছানোর পর গাড়ির চাকা চুরমার হয়ে যায় একটি স্কুটি তারপর একটি বাইককে সম্মুখে ধাক্কা দিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি দোকানে আছড়ে পড়ে। অঙ্গের জন্য রক্ষা পায় স্কুটিচালক ও দোকানের মালিক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ছৈলেংটা থানার পুলিশ। ট্রিপারের সামান্দিক কেটে অতি কষ্টে চালককে উদ্ধার করে মনু ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা। ট্রিপার চালক এবং গুরুতর আহত স্কুটি চালককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এনএইচ ৮ রাস্তাটি নির্মাণের পর থেকেই গাড়ি গুলি বিধেয় করে ট্রিপার অস্বল্প গতিতে চলাচল করে। যেকোনো দিন বড় ধরনের অঘটন ঘটান সম্ভাবনা রয়েছে।

শান্তিবাজার জেলা হাসপাতালে জেনেরিক আধার মেডিসিন কাউন্সিলের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিবাজার, ১৩ মার্চ। রাজ্যসরকার লোকজনকে স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্যের নানান প্রকল্প নিয়ে আসছে। রাজ্যসরকারের এই প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে বিগতদিনে দক্ষিন জেলার জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ ও শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক শাস্তুর জেলাশাসকের কাছে একটি স্মারক পত্র প্রদান করা হয়। এতেকরে সকল অংশের লোকজনেরা খোঁবি উপকৃত হবে। বৃধবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এই কাউন্সিলের সূচনা করেন মন্ত্রী শুক্লচরন নোয়াতিয়া। উল্লেখ্যকরে পাশাপাশি আজকের এই অনুষ্ঠান উপস্থিত শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সুরত দাস, দক্ষিন জেলাপরিষদের সভাপতি কাকড়ী দাস দত্ত, সহ সভাপতি বিভিন চন্দ্র দাস, শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে ছুটে আসেন। মন্ত্রী শুক্লচরন নোয়াতিয়া উনার বক্তব্যের মধ্যদিয়ে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা অনেকটা উন্নত হয়েছে। এইসকল চিকিৎসক থাকারফলে দক্ষিন জেলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে লোকজনেরা চিকিৎসা পরিষেবার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে ছুটে আসেন।

অবরোধ

প্রথম পাতার পর অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রসঙ্গের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন দূত পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকার নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

সাতদিনব্যাপি জাতীয় সেবা প্রকল্পের সূচনা সাক্ষরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাক্ষর, ১৩ মার্চ। সাক্ষর মাইকেল মধুসূদন দত্ত সরকারি মহাবিদ্যালয়ে হয় ৭ দিনব্যাপি জাতীয় সেবা প্রকল্পের শুভারম্ভ। এই মহতি অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মাইলাফু মগ এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক শংকর রায়, সাক্ষর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার, মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক সংসদের সম্পাদক দিপঙ্কর দেব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন সভাপতিত্ব করেন সাক্ষর মাইকেল মধুসূদন দত্ত সরকারি মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ অনুপম গুহ।

এদিন এন এস এসের পতাকা উত্তোলন এবং স্বামী বিবেকানন্দের পত্নীক্রীতিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল উপদেষ্টার পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উল্লেখক বিধায়ক মাইলাফু মগ বলেন - জাতীয় সেবা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের সমাজের উৎসর্গ করার সুযোগ পেয়ে থাকে, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারকে দূরীভূত করার লক্ষ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করার প্রয়োজন রক্তদান এবং বৃক্ষরোপণের মতো সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিজেদের অঙ্গীকার করা। তিনি আরো বলেন বর্তমান সমাজে নেশার কবলে পরে বিপথগামী হচ্ছে যুবসমাজ, বেড়ে চলাছে এইচআইভির মত মারণ ব্যাধি রোগীর সংখ্যা। ছাত্রদের প্রয়োজন এসমত বিষয়ের উপর যুব সমাজকে অধিকতর সচেতন করা।

তারপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাক্ষর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার তার বক্তব্যে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সড়ক সুরক্ষা সক্রান্ত বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। এদিন এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত অন্যান্য অতিথিরা। সাত দিন ব্যাপি এন এস এসের এই শিবিরে অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কাজ, তারমধ্যে মধ্যে আগামীকাল বৃধবার মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাবিদ্যালয় এর এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে করা হবে এক রক্তদান শিবির।

নির্বাচন

প্রথম পাতার পর পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ২জন। ভাইস প্রেসিডেন্টের ১টি পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা পাড়েছে ১টি। প্রেসিডেন্টের একটি পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা পাড়েছে ১টি।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৪ ই মার্চ। স্কুটিহে হতে ১৩ ই মার্চ। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার শেষ দিন হল ২০ মার্চ।

ট্রিপুরা বার এসোসিয়েশনের এবারের নির্বাচনে সর্বমোট ভোটার সংখ্যা ৫০০। নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার হলেন বরিশ্ট আইনজীবী সনীপ দত্ত চৌধুরী। তিনি জানিয়েছেন প্রতিবছর ভোটারের সংখ্যা নিরিখে দুজন সহকারী রিটার্নিং অফিসার থাকেন। তবে এবছর তিনজন সহকারী রিটার্নিং অফিসার থাকবেন নির্বাচনে। এদিকে বিজেপি দল আজকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। ২১ প্রবর খবর অনুযায়ী আগামীকাল কর্তব্য বৃহস্পতিবার বাম ও কংগ্রেস প্যান্ডেল মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। বাবের ভোটে বামের নেতৃত্বের মিতালী দেখা যাবে বলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলে।

মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর ইস্ট পলিসি গ্রহণ করেছেন তার সুবিধা এই অঞ্চলের রাজ্যগুলি দারণভাবে ভোগ করছে। এই নীতি গ্রহণ করে ত্রিপুরার চেহারাই পাল্টে যাচ্ছে। মৈত্রী সেতু চালু হলে ত্রিপুরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বারের রূপান্তরিত হবে। ডায়াল অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়নমন্ত্রী বীরেন্দ্র কুমার জািন, আজ যে পোর্টালের সূচনা হয়েছে এর মাধ্যমে যে কেউ ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তপস রায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কয়েকজন সুবিধাভোগীর হাতে ত্রিপুরা সিডিউন্ড কাউন্সিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ৪৫ হাজার টাকার ঋণের অনুমোদনপত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও ৫ জনের হাতে আয়ুমান কার্ড তুলে দেওয়া হয়। নগরোন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে ২ জন সাফাই কর্মীকে পিপিই কিট দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ তাদের হাতে এগুলি তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে পিএম-সুর্যা (প্রধানমন্ত্রী সামাজিক উন্নয়ন এবং রোজগার আধারিত জনকল্যাণ) জাতীয় পোর্টালের সূচনা অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমস্ত দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আজ এই পোর্টালের উদ্ভিষ্টারিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্র।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চার রাজ্যের ৪ জন লাভার্থীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং কিভাবে তারা সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়ে নিজেদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই সম্পর্কে অবহিত হন। দেশের ৪৭০টি জেলার প্রায় ৩ লক্ষ লোক এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন।

সুশান্ত

প্রথম পাতার পর এদিন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্যের বিজেপি সরকারের নায়ক ও গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচির প্রতি এই উদ্যোগ এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি আরেকটি পদক্ষেপ। পাশাপাশি মন্ত্রী তার বক্তব্যে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ গুলি তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, আরেকটি দীর্ঘ বছরের অপরূপ দীর্ঘ ও স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে মোহনপুর বাজারের বাবসানী বন্ধুরা গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে মোহনপুর বাজারের বাবসানী বন্ধুদের তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এখন একটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কর্তৃক প্রচেষ্টা হিসেবেই আজকের এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। এই মার্কেট স্টল নির্মাণের ফলে আশ্রিন্ডরতার দিকে এগিয়ে চলা বেকারদের জন্য লাভজনক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উদ্ধার

প্রথম পাতার পর আমবাসা দিয়ে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে। সেই আসাম রাইফেলসের জওয়ানারা অভিযান চালানো হয়েছিল। তন্নাশি চালিয়ে ৯.২ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৩ কেজি গাজা বাজারগু করে দে এবং তিনজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে দুটি ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমতলা, ১৩ মার্চ। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে দুটি ঘর। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কমতলা থানার বড়গাড়া গ্রাম পঞ্চায়তের এক নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম আমটিলায় এলাকায় বাসিন্দা বীরেন্দ্র নাথের ঘরে গতকাল গভীর রাতে আগুন লেগেছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে দমকল বাহিনী। পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, গতকাল রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ ঘরে আগুন লাগার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন বাড়ির মালিক বীরেন্দ্র নাথ। তখন তার চিংকার চেঁচামেচিতে আশপাশের লোকজন জড়ো হন। স্থানীয় মাঝে মাঝে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। কিন্তু অগুনের তেলিহান শিখায় গোটা ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রথমে প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

নারী শক্তি, খেলাধূলা ও নেশামুক্তির উপরে একমক পার্লামেন্ট অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ মার্চ। নারী শক্তি, খেলাধূলা ও নেশামুক্তির উপরে এক মক পার্লামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় কালাছড়া ব্লকের প্রত্যেকরায় কমিউনিটি হলে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার বাগবাসা কেন্দ্রের বিধায়ক যাবল দেবনাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ অধিক্ষক আনুপদ চক্রবর্তী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা যুব আধিকারিক নেহরু যুব কেন্দ্র উত্তর ত্রিপুরা কুনাল গৌতম। অনুষ্ঠানে নারী শক্তি, খেলাধূলা এবং নেশা মুক্তির উপরে এক মক পার্লামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যান্টিস্ট্যান্ড ডাইরেক্টর যুব ও ক্রীড়া দপ্তর উত্তর ত্রিপুরা বিভাগসু গোস্বামী। উনি খেলাধূলা বিষয়ক বিভিন্ন বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা রাখেন। নেশা মুক্তির উপর আলোচনা রাখেন এসটিডি কাউন্সিলর উত্তর ত্রিপুরা রাজ্য ভৌমিক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি জেলা পুলিশ অধিক্ষক উনার বক্তব্যে সাহাবরা ক্রাইম, নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা রাখেন। উপাধক এর বক্তব্যে শ্রী দেবনাথ এই ধরনের যুব সংসদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারী পুরুষ যুবক-যুবতী প্রত্যেককে এগিয়ে এসে বিকশিত ভারত গড়ার র আহ্বান রাখেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্বস্বহায়ক দলের সদস্য এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী বৃন্দ, নেহরু যুব কেন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করেন। ধনাবাদ বক্তব্য রাখেন উজ্জ্বলনী সামাজিক সংস্থার কণধার রণদীপ রুদ্দ পাল।

নারী দিবস উপলক্ষ্যে সিপিএম'র হলসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৩ মার্চ। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে "হিংসার রাজনীতিক পরাস্ত করো" "গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করো" এই আহবানে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ও সারা ভারত সমকর্মী নারী সমন্বয় কমিটি কমলপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে হালহালি সিপিআই (এম) অফিসে এক হলসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই হলসভার সভাপতিমন্ডলীতে ছিলেন মঞ্জু পাল ও উষা ধর। বক্তব্য রাখেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সেক্রী কল্যাণী রায়, খনা দাস ও শ্রমিক নেতা এবং প্রাক্তন বিধায়ক অঞ্জন দাস ও দেবাশিষ দাস। বক্তারা বলেন উন্নতিহারা কেজের ঘটা কমানো ও ন্যায় মঞ্জুরী, সুস কাণের পরিবেশ ও ভোটারদের দাবীতে দর্জি মহিলা শ্রমিকরা ১৮৫৭ সালের ৮ ই মার্চ মিছিল ও ধর্মঘটের ডাক দেয় এই আন্দোলনে পুলিশ আহ্বান সংগঠিত করেছিল। ১৯১০ সালে সমাজতান্ত্রিক মহিলাদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ক্লারা জেটকিন আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রস্তাব দিলেন এবং এই প্রস্তাব সর্বস্বায়তিক্রমে গৃহীত হল। এদিন নেতৃত্বর্যে বলেন, এই নারী দিবসে শপথ নিতে হবে পশ্চিমবঙ্গের অত্যাচারিত সন্দেখখালির মা বোনোরা যেভাবে বিপ্লবী হয়ে উঠেছেন সেইভাবে সকল নারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

গ্রামোন্নয়ন সচিব

প্রথম পাতার পর করা হবে। মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্টের উদ্দেশ্যে স্টার্ট-আপ ডিভিশন এন্টারপ্রেনারশিপ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ভারত সরকারে গ্রামোন্নয়ন মণালয় রাজ্যের ২টি ব্লক সাতচাঁদ এবং মাতাবাড়ি ব্লককে চিহ্নিত করেছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অধীনে ৫ হাজার ৮৪৩টি মহিলা স্ব-সহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। যার মধ্যে ৮১ হাজার ৩৩১টি গ্রামীণ পরিবারকে যুক্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের আওতায মোট ৪.৬৮, ২৫.৬টি দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারকে ৫১, ৫৫৫টি মহিলা স্ব-সহায়ক দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন ২৬.১১ কোটি টাকা রিভলভিং ফান্ড হিসেবে, ১৮২.২৭ কোটি টাকা কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফাণ্ড হিসেবে স্ব-সহায়ক দলের মধ্যে প্রদান করেছে। গ্রামীণ সংগঠনগুলিকে ৯.০৩ কোটি টাকা ডানল্যারেবিভিটি রিডাকশন ফাণ্ড হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। স্ব-সহায়ক দলের সদস্যদের জীবিকার কার্যক্রমকে উন্নত করার জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৪০৫.৯৩ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এরফলে এখন পর্যন্ত প্রদত্ত ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ হয়েছে ১১২৭.৪১ কোটি টাকা। স্ব-সহায়ক দলগুলির সুবিধার্থে এখন পর্যন্ত ৬০০টি কাষ্টম হায়ারিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এরমধ্যে চলতি অর্থবছরে প্রায় ১২১টি কাষ্টম হায়ারিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার তথ্য তুলে ধরে সচিব জানান, সাম্পতিককালে ৪টি সার্কুলে, ৬টি ডিভিশন এবং ১৯টি সাব-ডিভিশন অফিস নতুনভাবে চালু করা হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ই-সঞ্চালন নামে একটি ওয়েব পোর্টাল তৈরী করেছে, যা শীঘ্রই চালু করা হবে। সচিব গ্রামোন্নয়ন (পঞ্চায়ত) দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তথ্য তুলে ধরে জানান, দপ্তর গ্রাম অর্থস্বয় নামে একটি উজ্জ্বলনী প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পে প্রায় ২০০ জন জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মচারি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি জানান, ত্রিপুরা হলো দেশের অন্যতম রাজ্য যেখানে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়ত, ভিলেজ কমিটি, পঞ্চায়ত সমিতি, ব্লক উপদেষ্টা কমিটি এবং জেলা পরিষদগুলি গ্রামীণ এলাকার জনগণ থেকে ট্যাক্স ও নন ট্যাক্স রেভেনিউ ইউপিআই-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করেছে। তিনি জানান, রাজ্যের পঞ্চায়তী রাজ ব্যবস্থা গ্রামোন্নয়নে বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অবহিত হতে আসাম এবং মহারাষ্ট্র থেকে জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মচারদের দুটি প্রতিনিধিদল ত্রিপুরায় এসেছিল। সচিব জানান, আসাম সরকার পোর্টাল চালু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত পোর্টালে মোট ৫০,৩৫১টি সমস্যা উঠে আসে। এরমধ্যে ৪০,৯২২টি সমস্যা সমাধান করা হয়। সচিব জানান, পঞ্চায়ত ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট কর্মসূচিতে রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়তে ও ভিলেজ কমিটিগুলি গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন পল্লিকার্মা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয়জল, শিশু এবং মহিলাদের সামাজিক অবস্থানের বিষয়ে তাদের নিজেদের অবস্থান সংশ্লিষ্ট পোর্টালে আপলোড করবে। এই কর্মসূচির প্রক্রিয়া শাখা হওয়ার পর পঞ্চায়ত ও ভিলেজ কমিটিগুলি কোন জায়গায় অবস্থান করছে তার সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাবে। সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অতিরিক্ত সিইও অজিত শুক্লদাস, পঞ্চায়ত দপ্তরের অধিকাংশ প্রস্নু দে এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের চীফ ইঞ্জিনিয়ার সাগর সোভন দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ক্রীকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিল স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ। ক্রীকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। অবশেষে বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশের কাছে নালিশ দিল গৃহবধু। ঘটনা বামুটিয়ার দাসপাড়া এলাকায়। অভিযোগ বিকাশ দাস নামে তাঁর স্ত্রী রিতা সরকারকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। বিয়ে হয়েছে প্রায় চার বছর। তেলিগামুড়ার মহর ছাড়ার নিবাসী জগন্নাথ সরকারের মেয়ে রিতা সরকারের বিয়ে হয়েছিল বামুটিয়ার দাসপাড়া এলাকার বিকাশ দাসের সাথে। বিয়ের কিছু দিন পর থেকেই গুরুত্ব হয়েছিল অত্যাচার। বর্তমানে অত্যাচারে মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েচর বলে অভিযোগ। বেশ কয়েকদিন যাবত গৃহবধুকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে রেখে দিলে স্বামী। বিগত চারদিন যাবত বাড়ি ছাড়া গৃহবধু। পড়ার বিভিন্ন জ্ঞানের বাড়ি তে ঘুরে ঘুরে বাত কটাচ্ছেন তিনি। অবশেষে মঙ্গলবার ছুটে এলা বাবার বাড়ির লোকেরা। বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে নিগৃহীতা এবং বাবার বাড়ির লোকেরা গোটা বিষয়টি জানিয়েছেন পুলিশকে। উনারা দাবি করেছেন যে অভিযুক্ত বাবাকে এই নির্বাচিত মনব একটা সুরাহা কবংক পুলিশ। আবে। অভিযোগ গৃহবধুর বিভিন্ন জামাকাপড় আওন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে স্বামী। এই অবস্থাতে গৃহবধু এই বাড়িতে থাকলে তার ওপর আবে আক্রমণ হতে পারে এই ভয়ে গৃহবধুকে নিয়ে গেছে বাবার বাড়ির লোকেরা।

পূরস্কৃত ত্রিপুরা

প্রথম পাতার পর জিএসডিপি, পর্যটক আগমনের সংখ্যা, পোর্টসেক্ষেত্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিকাঠামো, বিপনন এবং স্বজ্জায়ণ ইত্যাদি সমীক্ষার আপেক্ষিক প্রতিযোগিতার মূল্যায়ন করা। এই সংস্থার দ্বিবার্ষিক রিপোর্টে উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলির বিচারে ত্রিপুরা দ্বিতীয়স্থান অর্জন করেছে। ত্রিপুরা দ্বিতীয় উন্নয়ন নিগাম থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

আন্দোলন প্রত্যাহার লরি চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৩ মার্চ। অবশেষে রাজ্য সরকারের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে আন্দোলন প্রত্যাহার করলো লরি চালকরা। এই বিষয়ে চুরাইবাড়ি থানার গুই সমরেশ্ব দাসকে সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের সম্পাদক বিপ্লব দাস জানিয়েছেন, লরি চালকদের দাবি মানা হয়েছে। আগামী কিছু দিনের মধ্যে চুরাইবাড়ি পুলিশ নাকা পয়েন্টে স্ক্যানার মেশিন বাসনো হবে। সেই সঙ্গে চুরাইবাড়ি এলাকায় লরি চালকদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ শৌচাগারের নির্মাণ করে দেওয়া হবে। বর্তমানে তন্নাশি অভিযান চালিয়ে যাওয়ার জন্য লেবার বাড়ানো হবে নাকা পয়েন্টে। এই কথা শুনার পর সন্ধ্যা ছয়টায়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করে লরি চালকরা।

ফাইনাল ম্যাচ ড্র : লিড নিয়ে কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন কর্ণাটক

রঞ্জি চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে মুম্বাই বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বিদর্ভ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন এর অনেকটা কাহাকাছি পৌঁছেছে মুম্বাই। তবুও বিদর্ভ চাইছে শেষ সময়ে একটা মরণ কামড় দিতে। বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বিদর্ভ এখন। ঐতিহাসিক রঞ্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে বিদর্ভের সামনে আরো ২৯০ রান প্রয়োজন।

হাতে উইকেট পাঁচটি। খেলার বাকি পুরো একদিন। উইকেটে টিকে থাকা অধিনায়ক ওয়াডকার (অপরাজিত ৫৬) এবং হর্ষ দুবে (অপরাজিত ১১) জুটির দিকে তাকিয়ে পুরো বিদর্ভ। পরবর্তী যে আরও চারজন শিরিরে রয়েছে তারা মূলতঃ বোলার। শেষ দিনে শেষ পাঁচ ব্যাটসম্যানকে কতটুকু এগিয়ে নিতে পারে তাই এখন হাজার টকার প্রশ্ন। আগামীকাল ম্যাচের অস্তিম দিনে শুধু চ্যাম্পিয়ন ঘোষণার অপেক্ষায়। প্রথম ইনিংসে ১০৫ রানে গুটিয়ে

ফাইনাল ম্যাচ ড্র : লিড নিয়ে কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন কর্ণাটক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। প্রত্যাশিতভাবেই কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি এবার কর্ণাটকের ঘরে। ফাইনাল ম্যাচ ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে, তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কর্ণাটক। ফাইনালে প্রতিপক্ষ উত্তর প্রদেশ যথেষ্ট লড়ায়ে কর্ণাটকের বিশাল স্কোর

তাড়া করে সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়নি। এবারের মত উত্তর প্রদেশকে রানার্স খেতাবেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। বেসলুর্কর এম চিন্মাস্বামী স্টেডিয়ামে রবিবার প্রথম দিন প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে কর্ণাটক ৩৫৮ রান সংগ্রহ করলে জবাবে উত্তর প্রদেশের প্রথম ইনিংসে ১৪৯ রানে থেমে যেতেই

এবং প্রকার ৮৬ রানে আউট হলেও অনীশ ১৭১ রানে, সঙ্গে ক্রুথিক কুষ্ণ ৩৪ রানে উইকেটে ছিলেন। বৃহবার, ম্যাচের অস্তিম দিনে আরও ৩০.৫ ওভার খেলে অবশিষ্ট ৫ উইকেটে ১৪১ রান যোগ করে ৫৮৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে। জয়ের জন্য বিশাল রানের টার্গেট নিয়ে উত্তর প্রদেশ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু

সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তরুণ সংঘ ও জুটমিল প্লে সেন্টার জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে তরুণ সংঘ। ৯ উইকেটের ব্যবধানে চাম্পামুরা কোচিং সেন্টার কে হারিয়ে। টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তালতলা স্কুল মাঠে সকালের ম্যাচে চাম্পামুরা প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে আট উইকেটে ৫১ রান সংগ্রহ করলে জবাবে তরুণ সংঘ ৩৫ বল খেলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের প্রিয়ান্বিতা সাহা পেয়েছে প্রায় ১০০ রান ম্যাচের খেতাব। এদিকে, লড়াই করলো নবাগত লালবাহাদুর ব্যামাগারের বালিকা ক্রিকেটাররা। লড়াই করলেও তা প্রাথমিক তুলনায় কম ছিলো। যার ফেসারত দিতে হলো দলকে। আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হারলো শক্তিশালী জুটমিল প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। তালতলা স্কুল মাঠে। বৃহবার। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-২০ ক্রিকেটে। সকালে টমে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট

করতে নেমে লালবাহাদুর ব্যামাগারের ক্রিকেটাররা স্কোরবোর্ড সচল রাখার থেকে উইকেট টিকে থাকার উপর জোর দেন। দলের পক্ষে বেশি নোয়াতিয়া ২৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং প্রিয়ান্বিতা নোয়াতিয়া ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান। জুটমিল প্লে সেন্টারের পক্ষে নিকিতা দেবনাথ ২০ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ১১.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় জুটমিল প্লে সেন্টার। দলের পক্ষে ত্রিপুরা সিনিয়র দলের ক্রিকেটার শিউলি চক্রবর্তী ১১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রানে এবং নিকিতা দেবনাথ ৩২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া ইন্দ্রপ্রাণী জমাতিয়া ১১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন।

সুপারে জয়ের হ্যাটট্রিক সফুলিপের দ্বৈপায়নের বোলিংয়ে কুপোকাং ফ্রেডস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। ফ্রেডস-এর বিজয় রথ খামালো সফুলিপে। গেলো বছর নিজেদের সফুলিপে ছিন্দে প্রচুর উইকেট। তাঁর বাঁ হাতের ভেলকিতে কুপোকাং হয়েছিলেন বহু ব্যাটসম্যান। তার পরও কোমণ্ড এক অজ্ঞাত কারনে ত্রিপুরা দলে জায়গা পাননি দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য। ওই দুঃখ যে তাড়িয়ে বেরাচ্ছে মরুসমের শুরু থেকেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। শেষ ম্যাচে ৪ উইকেট নেওয়ার পর বৃহবার ৫ উইকেট তুলে নিয়ে সফুলিপে ক্লাবকে আসরের দ্বিতীয় জয় এনে দিলেন দ্বৈপায়ন। পরাজিত করলো চান্দা ২ ম্যাচে জয় পেয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা ইউনাটেড ফ্রেডসকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। টি আই টি মাঠে লো স্কোরিং ম্যাচে মূলত দ্বৈপায়নের ভেলকিতে কুপোকাং হলো ইউনাটেড ফ্রেডস। সকালে ৪ টি উইকেট করে সফুলিপে ক্লাব মাত্র ১৪৮ রান করতে সক্ষম হয়। প্রাথমিক ব্যর্থতার পর দলকে খাদের কিনারা থেকে কার্যত তুলে

আনেন সাগর শর্মা। সাগর ৬৫ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৬ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে সহচর সিংহা ৪৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮ এবং অর্কপ্রভ সিংহা ২৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন। ইউনাটেড ফ্রেডসের পক্ষে ঋত্বিক শ্রীবাস্তব ২৩ রানে ৪ টি দলনায়ক রজত দে ২৮ রানে ৩ টি এবং অভিজিৎ দেববর্মা ২৭ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে দ্বৈপায়নের

২০২০ সালের পর প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠল বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ১৩ মার্চ (হিস.): ম্যাচ শুরু ৩ মিনিটের মধ্যেই ২ গোল করল বার্সেলোনা। ফেরার্নান্দো লোপেস ও জোয়াক্যান সেলসের গোলে স্বাগতিকরা এগিয়ে যায়। বিরতির পর কাতালানা দলটির আক্রমণের বড় বজায় রাখল। তবে ম্যাচের ৩০-তম মিনিটে ব্যবধান কমায় নাপোলি। গোলটি করেন রাহমানি। ম্যাচের শেষ দিকে রবার্তেলোভানডোভিক্স আরও একটি গোল করলেন। ঘরের মাঠে জিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে পৌঁছে গেল শাভি এর্নান্দেসের দল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নকআউট পরে ১৩ ম্যাচে লেভান্টোরের গোল হল ১৩টি। অলিম্পিক স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে শেষ বোলার ফিরতি লেগে বার্সেলোনা ৩-১ গোলে ম্যাচ জিতল। এরফলে ২ লেগ মিলিয়ে ৪-২ গোলে জিতে শেষ ৮-এ চলে গেল স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা।

২০২০ সালের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ৮-এ উঠল প্রতিযোগিতার ৫ বাবের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা।

বিদর্ভকে প্রচড

চাপের মুখে ফেলে রঞ্জি চ্যাম্পিয়নের দোরগোড়ায় মুম্বাই

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER NO. - 35/NP:CO/KMP/2023-24.
The Executive Officer, Nagar Panchayat, Kamalpur, Dhalai, Tripura invites on behalf of the C m Tripura percentage rate e-tender to bid 24X7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-procurement website will not allow any Bidder to attempt, after the scheduled date and time. Submission of bids, physically is not permitted.

Sl. No.	Name of Work.	Estimated Cost.	Earnt Money.	Time for completion	Last date for receipt of Bid documents (By the Employer)	Time & Date of Opening of Bid	Document Downloading Application	Class of Bidder.
1	Construction & setting up of Electric Cremation furnace at near the Dhalai Bridge ward No. 04 of Kamalpur Nagar Panchayat.	Rs. 1,05,94,780/-	Rs. 2,11,896/-	180 (One Hundred Eighty) Days	Upto to 15.04.2024	At 11.00 Hrs. on 16.04.2024	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online the: gh website https://tripuratenders.gov.in Bidders are allowed to bid 24X7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-procurement website will not allow any Bidder to attempt, after the scheduled date and time. Submission of bids, physically is not permitted.

Bid fee and earnest money deposit are paid electronically through online payment system facility provided in the portal up to last date and time for bidding as scheduled. The amount of Bid Fee is equal to (Based on estimated cost put to tender) 1000 (Upto 50 Lakh) 4000 (above 50Lakh upto: 150 Lakh), 8000 (above 150 Lakh upto 600 Lakh) & 10,000 (above 600 Lakh) is non-refundable. The bidder's EMD amount shall be refunded to the bidder after Award of Contract (AoC) event is completed in the Tripura e-procurement portal and only on receipt of "Deposit-at-call" from the L-1 bidder in physical form. .

Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Executive Officer Kamalpur Nagar Panchayat, Kamalpur Dhalai, Tripura and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other Bidders may like to be present at the bid opening. For any -q., query, please contact by e-mail to kamalpur.np@gmail.com.

The L1 bidder should produce the original documents related with the tender/bid to the O/O the sines: Officer, Kamalpur Nagar Panchayat, Kamalpur, Dhalai, Tripura for verification in physical form as per issue of notice.

Details of the tender/bid can be seen in the DNIeT of work.

If the last date of opening of e-Tender/Bid remain closed/paralyzed due to unavoidable circumstances, the Opening date of tender/Bid will automatically be extended up to the same time and venue of next working day.

Note :-
"No NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER"

ICA/C-5193/24

Executive Officer
Nagar Panchayat
Kamalpur Dhalai Tripura

PNleT No.: 43/NleT/EE-KLP/PWD (DWS)/2023-24 Date: 11/03/2024
The Executive Engineer, DWS Division, Kalyanpur, Khawai District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage /item rate e-tender in single-/-two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central for the following work:

Sl No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnt Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	55/CE/PWD/DWS/2023-24	Rs. 15,79,87,142.00	Rs. 31,59,743.00	150 days	Rs. 10,000.00
2	56/CE/PWD/DWS/2023-24	Rs. 8,98,42,401.00	Rs. 17,96,848.00	150 days	Rs. 10,000.00

Last date and time for document downloading and bidding: 01/04/2024 up to 15:00 hrs
Time and date of opening of bid: 01/04/2024 at 16:00 hrs
Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in
Class of bidder: Appropriate Class
All ast are available in the https://tripuratenders.gov.in & https://eprocure.gov.in

ICA/C-5187/24

(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer
DWS Division, Kalyanpur
Khawai Tripura

Notice Inviting e-tender
PNle-T- 62/EE/RD/BSGD/SPJ/2023-24/6027 dt. 11/03/2024
The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 26/03/2024 for 9 (Nine) nos work. Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. P e-Bid Conference: Date: 19.03.2024 Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@aqrmail.com.

ICA/C-5181/24

(Er. Samarenara Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

নর্থইস্ট গেমসের জন্য ত্রিপুরা দল তৈরি : শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও জার্সি প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। নর্থইস্ট গেমসের জন্য ত্রিপুরা দল তৈরি। খেলোয়াড়দের হাতে জার্সি প্রদান অনুষ্ঠানও হয়েছে বৃহবার। পাশাপাশি 'আমরা জিতবোই' প্রতিশ্রুতি পরায়ণ ধ্বনিতে মুখরিত হয় এনএসআরসি-র প্রাদঙ্গণ।

চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে, অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত সরকারি হস্তক্ষেপে রাজ্য দল এবারকার

প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারছে বলে ত্রিপুরার অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের এক রজা ক্রীড়া পরধরনপক্ষ থেকে সক্রিয় সবকক্ষে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

রাজ্য অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে সদরের দুটি দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। ঘোষিত হলো সদর 'এ' এবং 'বি' দল। রাজ্য অনূর্ধ্ব-১৩ আসরে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বৃহবার সন্ধ্যায় রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সচিব সুরভ দে ঘোষনা করেন 'এ' এবং 'বি' দল। সদর 'এ' দলের নেতৃত্বে যশ দেববর্মা এবং 'বি' দলের নেতৃত্বে ইজাক দেববর্মা। এবছর দক্ষিণ জেলায় রাজ্য আসর হওয়ার কথা। নির্বাচিত ক্রিকেটারদের ১৪ মার্চ দুপুর ২ টায় এম বি বি স্টেডিয়ামে 'রিপোর্ট' করবে বলেছে নৈসি এ সচিব। ঘোষিত দল: সদর 'এ': শ্রেষ্ঠাংগ দেব, রাজদীপ দাস, যশ দেববর্মা (অধিনায়ক), ঋজিমান দাস, শায়ন্তন কর, শুভজিৎ পাল, অক্ষিত দাস (সহ অধিনায়ক), জয়ন্ত সাহা, আবার ভট্টাচার্য, তানিক চক্রবর্তী, রাজদীপ দেব, রাহুল মিয়া, শায়ন্তন রায়, শুভম গণ, রাজদীপ দাস, শুভজিৎ সাহা, দিবাজ্যোতি ধর,

অর্পিত দেবনাথ, পাপাই দাস এবং সিদ্ধার্থ দে। কোচ: জয়ন্ত দেবনাথ, ট্রেণার: অজিতাভ নাথ। সদর 'বি': বোদাহত বনিক, মোহিত দেববর্মা, ইজাক দেববর্মা (অধিনায়ক), নীলেশ সূত্রধর, মনিষ ঘোষ, দেবরত রুদ্রপাল, অনশ ভটনাগর (সহ অধিনায়ক),

ময়ূখ চৌধুরি, চন্দ্রস্নাতা গোস্বামী, অয়ন দেবনাথ, উদয়ন পাল, অভি রণ দাস, তীর্থ চক্রবর্তী, দীর্ঘাজ মজুমদার, ক্রিশ ভেমিক, শুভজিৎ চক্রবর্তী, দেবরত রুদ্রপাল, ঋজিমান কর, রাম দত্ত এবং দেবপ্রীয়া দে। কোচ: ইন্ড্রজিৎ ঘোষ, ট্রেণার অচিন্ত চক্রবর্তী।

কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে কর্ণাটক, রানার্স উত্তর প্রদেশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হতে যাচ্ছে কর্ণাটক। কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফিতে কর্ণাটক চ্যাম্পিয়নের পথ যথেষ্ট প্রশস্ত করে নিয়েছে। আগামীকাল তারই ঘোষণা হতে চলেছে। ফাইনালে প্রতিপক্ষ উত্তর প্রদেশ। বেসলুর্কর এম চিন্মাস্বামী স্টেডিয়ামে কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি অনূর্ধ্ব ২৩ ক্রিকেটের খেতাবি লড়াইয়ে কর্ণাটক বর্তমান ঝুঁকিতে নারাজ। উত্তরপ্রদেশের হাতে দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাট তুলে দেবে কিনা সেটাই সন্দেহ। কর্ণাটক এই মুহূর্তে ৬৩৩ রানে এগিয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে খেলার শিরিরে এখনও পাঁচ উইকেট বর্তমান। চার দিনের ম্যাচ আগামীকাল অস্তিম দিন। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে কর্ণাটক ৩৫৮ রান সংগ্রহ করলে জবাবে উত্তরপ্রদেশের প্রথম ইনিংসে ১৪৯ রানে থেমে যেতেই ম্যাচ কর্ণাটকের করায়তে চলে আসে।



বিশ্বকর্মা ভাই ও বোনদের সম্মান ও সমৃদ্ধি মোদি সরকারের গ্যারান্টি

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কারিগর
এবং শিল্পকারদের সমৃদ্ধি ঐতিহ্য রক্ষা করা
নয় বরং তাকে আরো বিকশিত করা।
- নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

পিএম বিশ্বকর্মা

প্রকল্পের সুবিধা

- পিএম বিশ্বকর্মা সার্টিফিকেট এবং পরিচয়পত্র
- দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ এবং প্রতিদিন ৫০০ টাকা উপবৃত্তি
- ১৫ হাজার পর্যন্ত টুলকিট
- বিশ্বকর্মা ভাইবোনদের ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গ্যারান্টি ছাড়াই ঋণ
- ডিজিটাল লেনদেনের জন্য প্রণোদনা
- বিপণন সমর্থক যেমন উন্নতমানের সার্টিফিকেশন, ব্র্যান্ডিং এবং পণ্যের বিজ্ঞাপন

কারিগর এবং ক্রাফটপার্সনদের ১৮ ধরনের ঐতিহ্যবাহী পেশায় নিযুক্ত



মেরামতকারী। ছুতার। নৌকা নির্মাতা। অস্ত্র প্রস্তুতকারক। লোহার শ্রমিক। টোকরি/মাদুর/ঝাড়ু
প্রস্তুতকারক/কয়ার তাঁতি। পুতুল এবং খেলনা প্রস্তুতকারক (ঐতিহ্যগত)। স্বর্ণকার। কুমার। জুতা
নির্মাতারা। হাতুড়ি এবং টুলকিট প্রস্তুতকারক। লকস্মিথ। ভাস্কর, পাথর খোদাইকারী, পাথর ভাঙা।
রাজ মিস্ত্রি। নাপিত। মালা। খোপি। ট্রেইলর। মাছ ধরার জাল নির্মাতারা।

বিশ্বকর্মা ভাই-বোনেরা এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে আজই
আপনার নিকটতম জনসেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন